CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 October 2021 ■ আগরতলা ১৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৩২ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রতিদিন বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম, টান পড়ছে মধ্যবিত্তের পকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। আম জনতাকে চোখ রাঙাচ্ছে পেট্রোপণ্যের মূল্য। উৎসবের মরশুমে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ফের একবার বাড়ল। পেট্রোলের দাম দেশের সর্বত্র লিটার পিছু ১০০ টাকা পেরিয়ে গিয়েছে পূজার মরশুমের আগেই। রবিবারও আরো একবার দাম বাড়ল পেট্রোলের। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ডিজেলের মূল্যও। নতুন করে লিটার পিছু জ্বালানির দামে বৃদ্ধি হয়েছে এদিন ৬৬ পয়সা করে। আর ডিজেল বেড়েছে ৩৬ পয়সা।

দেশের প্রত্যেকটি বড় শহরেই পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যের প্রভাব পড়েছে। এতে উদ্বেগ বাড়ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের। রবিবার নিয়ে পরপর চার দিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার পিছু বাড়ল। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পেট্রোলের দাম বাড়ল ১৬ বার আর ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হল ১৯ বার। রবিবার পেট্রোল লিটার প্রতি রাজধানীতে বিক্রি হয় ১০৬ টাকা ৬ পয়সা।

জেলা	পেট্রোল	ডিজেল
পশ্চিম ত্রিপুরা	১০৬.০৬ টাকা	৯৮.৫৭ টাকা
ধলাই	১০৪.৯৮ টাকা	৯৭.৫৩ টাকা
গোমতী	১০৬.৭৩ টাকা	৯৯.১৯ টাকা
খোয়াই	১০৫.৯১ টাকা	৯৮.৪৩ টাকা
উত্তর ত্রিপুরা	১০৪.৬২ টাকা	৯৭.২৪ টাকা
সিপাহীজলা	১০৬.২২ টাকা	৯৮.৭২ টাকা
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১০৭.৪৫ টাকা	৯৯.৮৬ টাকা
উনকোটি	১০৪.৬৯ টাকা	৯৭.৩০ টাকা

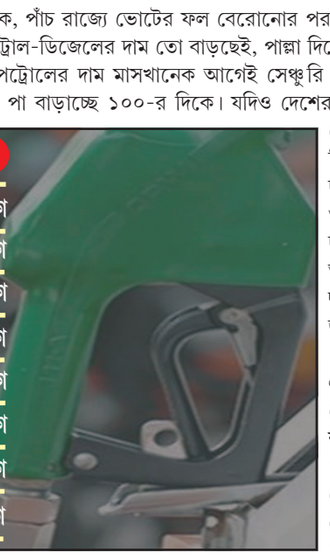

অন্যদিকে এক্সট্রা প্রিমিয়ামের লিটার প্রতি মূল্য ছিল ১০৯ টাকা ৯৬ পয়সা। ডিজেলের লিটার প্রতি মূল্য ছিল ৯৮ টাকা ৫৭ পয়সা। এভাবে প্রত্যেকদিন দাম বাড়তে থাকায় টান পড়ছে মধ্যবিত্তের পকেটে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য জিনিসেরও দাম ক্রমশ বাড়তে চলেছে। আমজনতার পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যাতে পেট্রোপণ্যের উপর থেকে শুল্ক হ্রাস করে। আর আমজনতার নাভিশ্বাস আগামী দিনে ভোটবাক্সে পড়তে পারে বলে ধারণা করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই বেড়েই চলেছে জ্বালানির দাম। পেট্রোল-ডিজেলের দাম তো বাড়ছেই, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামও। পেট্রোলের দাম মাসখানেক আগেই সেঞ্চুরি ছাড়িয়েছিল গোটা দেশে। এ বার ডিজেলও পা বাড়াচ্ছে ১০০-র দিকে। যদিও দেশের বেশ কয়েকটি শহরে ইতিমধ্যেই সেঞ্চুরি ছুঁয়ে ফেলেছে ডিজেল।উৎসবের মরশুমেও দামবৃদ্ধির গতি আরও বেড়েছে। ১২ ও ১৩ অক্টোবর পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত ছিল। ১৪ তারিখ অর্থাৎ দুর্গাপুজোর নবমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত লাগাতার ঊর্ধমুখী জ্বালানির দাম।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ে এ বার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। শনিবার তিনি বলেন, কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এখন পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার বেড়েছে। পেট্রোলের ব্যবহার ১০-১৫ শতাংশ এবং ডিজেলের ব্যবহার ৬-১০ শতাংশ বেড়েছে। আমি পেট্রোল-ডিজেলের দামের বিষয়ে যাব না। আমরা মূল্য স্থিতিশীল রাখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

করোনা পরিস্থিতিতে রুটি-রুজি হারিয়ে সংকটে বহু মানুষ। এরই মধ্যে জ্বালানির দাম বেড়ে চলায় চিন্তার ভাঁজ আমজনতার কপালে। যদিও পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষনেতারা। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, কেন্দ্রের উচিৎ তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। না হলে দেশের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

শিশু বদলের অভিযোগ ঘিরে আইজিএম হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। চিকিৎসায় গাফিলতি, ভুল চিকিৎকসার অভিযোগের ঘটনা প্রায়শই ঘটে যাচ্ছে রাজধানী আগরতলা শহরের আইজিএম হাসপাতালে। তারপর এবার সন্তান বদলের অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে রীতিমতো ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল। রবিবার দুপুরে নবজাতক শিশু বদলানোর অভিযোগে হাসপাতালে উত্তেজিত হয়ে পড়ে শিশু পরিবার। শিশুর পরিবারের অভিযোগ, প্রসবের পর মৃত পুত্র সন্তান দেখানো হয়। অথচ রবিবার ছুটি দেওয়ার সময় রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন যমুনা ঋসিদাস।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলে মহিলার পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু কোন সদুত্তর দিতে পারেনি ডেলিভারী ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাদের বক্তব্য প্রসবের পর মৃত পুত্র সন্তান হয়েছে বলে তাদের জানানো হয়। অথচ কাগজ পত্রে লেখা রয়েছে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে ওই প্রসূতি। কাগজ অনুযায়ী তাদের সন্তান দেওয়ার দাবি জানায় পরিবারের সদস্যরা। প্রসূতির স্বামী নিরঞ্জন ঋসিদাস জানান শুক্রবার স্ত্রীকে নিয়ে আই জি এম হাসপাতালে আনেন। বিকালে ডেলিভারি হয়।

সেই সময় পুত্র সন্তান দেখানো হয়েছে। অথচ ছুটি দেওয়ার সময় তাদের নজরে আসে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে স্ত্রী। এই ঘটনায় সন্তান বদলের অভিযোগ তুলেছে স্বামী নিরঞ্জন সহ পরিবারের সদস্যরা। তাদের সন্তান তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন সদুত্তর দিতে না পাড়ায় থানায় মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। এদিকে গোটা ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয় আই জি এম হাসপাতাল চত্বরে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগটি তোলা হয়েছে সেই অভিযোগটি কি বাস্তবে সত্য ? নাকি মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে কোন ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে মৃতের পরিবার ?

তবে হাসপাতালে শিশুর পরিবারের এ ধরনের অভিযোগ উঠে আসায় অন্যান্য গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ এ ধরনের অভিযোগ সম্প্রতি রাজ্যের আরো দু-একটি হাসপাতাল থেকে উঠে এসেছে। তবে বাস্তবে কতটা তদন্ত হচ্ছে তাই এখন বড় প্রশ্নের বিষয়। তবে এ বিষয়ে রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মানুষের মধ্যে। দাবি উঠছে এ ধরনের অভিযোগ অনুযায়ী রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার কিছুটা উন্নতি হলেও বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলিতে গলকাটার ব্যবসা চলছে। সরকারী গাইডলাইন না মেনে দেদার বাণিজ্য চলছে ওইসব নার্সিং হোমে। একসময় নার্সিং হোমগুলিতে সন্তান প্রসবের ঘটনা বেশী হত। দিনে দিনে সরকারী হাসপাতালে পরিষেবার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সন্তান প্রসবের ঘটনা হাসপাতালগুলিতেও বাড়ছে। মানুষের আস্থা ফিরছে সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু, এই ধরনের শিশু বদলের অভিযোগ জনমনে ভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

শেষ তুলির টান

সম্পদের দেবী শ্রীশ্রী লক্ষ্মীর আরাধনা কাল ধনী দবরিদ্র সকলের ঘরেই সম্পন্ন হবে। ছবি নিজস্ব।

পৃথক স্থানে বেপরোয়া গাড়ি দূর্ঘটনায় আহত দুই, অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। রবিবার সাতসকালে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা ঘটলো ধলাই জেলা সদর আমবাসায়। জানা যায় টি আর০০১টি১৫৪৯ নম্বরের একটি ১২ চাকার সিমেন্ট বোঝাই লরি আগরতলার অভিমুখে যাচ্ছিল। আনুমানিক ভোর পাঁচটা নাগাদ আমবাসা বাজারে পৌঁছা মাত্রই গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায়। এর ফলে আমবাসা বাজারে থাকা রাস্তার রেলিং-র একটা অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। রেলিঙে লেগে গাড়ির সামনের অংশের চাকা বেরিয়ে যায়।

আমবাসা বাজারের সৌন্দর্যায়নের জন্য থাকা গাছগুলিও ভেঙে পড়ে। এই ঘটনার ফলে গাছে থাকা অনেকগুলো পাখি মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় চালকের অসাবধানতার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার ফলে রাস্তার একপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। জানা যায় এ ঘটনায় চালক অল্পবিস্তর আহত হয়। বর্তমানে ধলাই জেলা হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। রবিবার সাতসকালে এই পথ দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয়রা। তবে এই সময় যদি রাস্তায় পথচলতি মানুষ থাকতো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৭ দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশও

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ অক্টোবর।। স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়ি থেকে নিখোঁজ চল্লিশ বর্ষীয়া স্ত্রী। নিখোঁজ স্ত্রীর নাম রিতা দে। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি এলাকায়। দুশ্চিন্তায় গোটা পরিবার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা বিভাস দে ওরফে মনু পিতা অভিনাশ দে কর্ম সূত্রে খোয়াই থাকেন। স্টেশন রোডের বাড়িতে স্ত্রী রিতা দে ও এক ছেলে থাকতো।অপর দুই ছেলে কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরু ও অন্য জায়গায় বসবাস করে।গত পহেলা অক্টোবর গৃহস্থ বিভাস দের স্ত্রী রিতা দে ও মেজো ছেলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

মূলত মায়ের কাছে টাকা চাইতে গিয়েই মা ছেলের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়।এরপর থেকে গৃহস্থ বিভাস দে স্ত্রী ও ছেলের সাথে কোনধরনের যোগাযোগ করতে পারেননি। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে দেখতে পান বাড়িতে স্ত্রী নেই। পরবর্তীতে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন পহেলা অক্টোবর বিকেলবেলা দোকানে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে গেলে আর ঘরে ফিরে আসেননি স্ত্রী রিতা। তারপর স্বামী বিভাস দে চুরাইবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজের ডাইরি রুজু করেন।আজ প্রায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর জওয়ানকে পিটিয়ে ঘায়েল করে বুক উঁচিয়ে ঘুরছে হামলাকারীরা, পুলিশের ভূমিকায় বাড়ছে ক্ষোভ

বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ অক্টোবর।। বর্তমান সমাজে আমরা বরাই করে বলি আমরা আধুনিক। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে বুঝা যায় যে এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু মানুষের আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এবার নিজ বাবাকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানার দারস্থ হচ্ছে অসহায় মেয়ে। কিন্তু বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। যার ফলে একপ্রকার কান্নায় ভেঙে পড়ে অসহায় মেয়ে।

খবরে প্রকাশ বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব চলাকালীন অর্থাৎ নবমীর দুপুরে একদল যুবকের দ্বারা নির্মম মারধরের শিকার হয় বিশালগড় মহকুমার গকুলনগরস্থিত টি এস আরের প্রথম ব্যাটিলিয়ানে কর্মরত গোলটিলা এলাকার বাসিন্দা শঙ্কর বিশ্বাস। জানা যায় গত ১৪ ই অক্টোবর অর্থাৎ নবমীর দুপুরে শঙ্কর বিশ্বাস দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে মদ্যপান করে টি এস আর প্রথম ব্যাটিলিয়ান সংলগ্ন বাজারে আসলে, উক্ত বাজারে থাকা জয়ন্ত মালাকার, প্রশান্ত মালাকার এবং দ্বীপ মালাকার হঠাৎ করে শঙ্কর বিশ্বাসের উপর চড়াও হয়ে নির্মম ভাবে মারধর করতে থাকে। একটা পর্যায়ে মারধর এতটা বাড়তে থাকে যে শঙ্কর বিশ্বাস ওই অভিযুক্ত যুবকেদের অনেক কাকতী মিনতি করে।

কিন্তু অভিযুক্ত যুবকেরা বেধরক মারধর করে শঙ্কর বিশ্বাসকে। পরবর্তীতে খবর যায় আহত শঙ্কর বিশ্বাসের বাড়িতে। তারপর উনার বাড়ির লোকেরা ছুটে এসে আহত শঙ্কর বিশ্বাসকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু নবমীর বিকালেই উনার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় আহত শঙ্কর বিশ্বাসকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে রেফার করে দেওয়া হয় রাজধানীর জিবি হাসপাতালে। এদিকে উক্ত ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৪ ই অক্টোবর আহত শঙ্কর বিশ্বাসের পরিবারের লোকেরা অভিযুক্ত জয়ন্ত মালাকার, প্রশান্ত মালাকার এবং দ্বীপ মালাকারের নাম ধাম দিয়ে বিশালগড় থানায় মামলা করে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে ঘটনার ৩ দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষপানে আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। স্বামীর বাড়িতে অত্যাচারিত হয়ে এক গৃহবধূ গলায় বিষ ঢেলে আত্মহত্যা করার অভিযোগ।মৃতার নাম রুপন সরকার (২৫)। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধীগ্রামের এমসি টিলায়।প্রায় ৫ বছর আগে এয়ারপোর্ট থানাধীন দোগাঙ্গি এলাকার সুনীল সরকারের মেয়ে রুপন সরকারের বিয়ে হয় গান্ধীগ্রাম এরএমসি টিলার অভিজিৎ বিশ্বাসের সাথে। দীর্ঘদিন যাবৎ মদমত্ত অবস্থায় রুপমকে মারধরের অভিযোগ স্বামীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ অক্টোবর।। 'রাস্তা নাই ভোট নাই 'রাস্তা দাও ভোট নাও'এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এলাকার যুব সমাজ সহ প্রমিলা বাহিনীর রাস্তা অবরোধ।বেহালা গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ প্রমিলা বাহিনীর।ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগর মহাকুমার কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব হুড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের টিলাগাঁও এলাকায়।

এলাকাবাসীর দাবি দীর্ঘ যুগ যুগ ধরে তারা বঞ্চনার শিকার।ভোট আসলেই রাজনৈতিক নেতারা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন।কিন্তু ভোট বৈতরণী পেরিয়ে গেলেই আর কারোর দেখা পাওয়া যায় না।বেহাল রাস্তা সংস্কার এবং ঢালাই রাস্তা নির্মাণের দাবিতে আজ সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত শনিছড়া বাজার হইতে কালাছড়া যাওয়ার রাস্তাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান এলাকার যুব সমাজ সহ প্রমিলা বাহিনীরা।মূলত পূর্বহুড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টিলাগাঁও এলাকায় প্রায় নব্বই শতাংশ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

একশো ষাট পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকে ভগ্নদশায় পরিণত।বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এলাকাবাসীর।এক হাঁটু কাদা জল পেড়িয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয় উক্ত এলাকাবাসীর।তাছাড়া এই গ্রামটির ভেতরেই রয়েছে একটি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় সহ মণিপুরী সম্প্রদায়ের দুটি ধর্মীয় স্থান।রয়েছে একটি প্রাথমিক চিকিৎসালয় এবং নদীয়াপুর স্টেশন।আর সেগুলিতে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা জরাজীর্ণ এই রাস্তাটি।বর্ষাকালে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

তাই এ বিষয়ে পূর্ব হুড়ুয়া দুই নং ওয়ার্ডের গ্রামবাসীরা স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক আধিকারিকের নিকট ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য বারংবার আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে সানীয়রা রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের দাবি রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার সহ পাকা রাস্তা তৈরির।

পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন সানীয়রা।অন্যথায় ভোট বয়কট সহ বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন টিলাগাঁও এলাকার জনগন।এদিকে দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা রাস্তা অবরোধের পরও কোন আধিকারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৩ ▫ ১৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ৩২ আশ্বিন ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মৌলবাদী সন্ত্রাস

দুর্গোৎসবকে কেন করিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনা মোটেই সংহতির লক্ষণ নয়। এই ধরনের ঘটনা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অনন্য নজির বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ রাষ্ট্র। একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী। ধর্মীয় উন্মাদনার জিগির তুলিয়া বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু বাঙ্গালীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আঘাত হানা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। এই ধরনের আচার আচরণ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের শামিল।এই ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরি। অন্যথায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদনের সম্পর্কে চির ধরিতে বাধ্য হইবে। এই ব্যাপারে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ সরকারকে সময় উপযোগী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

দুর্গোৎসব ঘিরিয়া বাংলাদেশে তৈরি হইয়াছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। তবে পুজোর উৎসব ম্লান করিতে তৎপর হইয়া ওঠে মৌলবাদীরা। আগেই রিপোর্ট ছিল, দুষ্কৃতীরা শেখ হাসিনা প্রশাসনকে বিশ্বের কাছে হেয় করিতে দুর্গাপুজোর মাঝে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট করিতে সক্রিয় জঙ্গিরা। কিন্তু প্রশাসনের সময়োচিত হস্তক্ষেপে তাহা বড় আকারে ঘটাইতে পারেনি। বড়সড় ষড়যন্ত্র বানচাল হইয়া গিয়াছে। তবে বাংলাদেশের এই ঘটনা নিয়া সোশ্যাল মিডিয়া একেবারে দ্বিধাভক্ত। ফেসবুক, টুইটারে নেটিজেনরা মাতিয়াছেন নানা তর্কে। বাংলাদেশে কয়েক জায়গায় দুর্গা পুজোর মন্ডপে ইসলামি মৌলবাদীদের তান্ডব নিয়া কিছু পোস্ট নবমীর দিন সকাল থেকে চোখ পড়লো ঊ সেই প্রসঙ্গে দু চার কথা '

বাংলাদেশে এরকম অজস্র পুজো আছে যেগুলির কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানরা আছেন ঊ বরং বলবো, বড়ো পরিসরে, এতো সত্ত্বেও মানুষের ভিতরে সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে ঊ কিন্তু কিছু কম মিষ্টি কথাও এই সুযোগে বলে রাখা দরকার ঊগোঁড়ামি , মৌলবাদ , ইংরিজিতে যাহাকে বলে ফানাটিসিজম , সেটা সব ধর্মেই থাকে। যখন যে ধর্মের মৌলবাদী জিগির সামনে আসে , তখন সেগুলোর থেকে বের হইয়া , সেগুলির সমালোচনা করিবার বা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী শক্তি গুলিকে পরাস্ত করিবার দায়িত্ত্ব কিন্তু সেই ধর্মের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই আরো বেশি করিয়া নিতে হইবে !

কুমিল্লা বা নোয়াখালীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনার তীব্র নিন্দা করুন কোনো দ্বিধা না রাখিয়া , দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করুন ঊ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে তাহার বক্তব্যের মাধ্যমে সুবার্তা দিয়াছেন , আপনারাও সেই মৌলবাদ বিরোধী সুর বজায় রাখুন ঊ প্রতি বছরই প্রায় এরকম কিছু না কিছু ঘটে। প্রাণের উৎসবের উপর আক্রমণ বলিয়া ভালো লাগে না তো বটেই , তাছাড়াও আরো বড়ো একটা কারণ হইল, এই ঘটনা গুলি সীমানার এই পারে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের বড়ো সুবিধা করিয়া দেয় ঊ তাহাদের আস্ফালন বাড়িয়া যায় , ধর্মের জিগির তুলে। এই উদাহরণ টানিয়া মানুষের মনে অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঘেন্না জন্মিইয়া রাজনৈতিক মুনাফা তোলার পথ মসৃন হয়। আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মের অতিরিক্ততার বিরুদ্ধে কথা বলা আরম্ভ করি ঊ ধর্ম মানে বিশ্বাস , কিছু মানুষের এক সঙ্গে হওয়া , অনেক বছর ধরিয়া চলিয়া আসা কিছু আচার, কিংবা সমাজকে এক রকম ভাবে সংঘবদ্ধ রাখিবার জন্যে তৈরী করা কিছু নিয়ম , বা হয়তো নানান উৎসব ! যেটাই হোক , বিশ্বাস আর অতি বা অন্ধ বিশ্বাস এর মধ্যে সুক্ষ লাইনটা কোথায় সেটা আমাদেরই বুঝিয়া নিতে হইবে ! প্রত্যেক শান্তিকামী ভারতীয় নাগরিকদের প্রত্যাশা বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ এসব হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ বন্ধ করিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : গত পাঁচ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গজুড়ে জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় শিশুমৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করেছে সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। রবিবার সংগঠনের তরফে এই অভিযোগ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি অঞ্জু কর ও সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ। তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "উৎসবের দিনগুলিতে করোনাবিধি শিকেয় উঠেছে, সরকার উদাসীন, গোটা প্রশাসন উৎসবমুখর। সারা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৮২ জন শিশুর "অজানা" জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেই ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর তালিকায় তিন দিনের সদ্যোজাত থেকে দশ বছরের শিশু। সরকারী উদাসীনতায় এই অপরাধের কোনো অজুহাত হয় না। এই ঘটনা আবার রাজ্যের ভেঙে পরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা প্রমান করল।

জ্বালানীর দামে নাভিশ্বাস, কর্ণাটকে কর হ্রাসের ইঙ্গিত দিলেন বোম্মাই

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : দেশজুড়ে লাগাতার বেড়ে চলেছে পেট্রোল- ডিজেলের দাম। বাড়তে বাড়তে জ্বালানীর দাম ভাঙছে সব রেকর্ড। নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। এই পরিস্থিতিতে এবার কর হ্রাসের ইঙ্গিত দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই।

আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রল ডিজেলের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার উপর কেন্দ্র রাজ্য উভয়েই কর চাপিয়েছে জ্বালানীর উপর। যার ফলে দাম বেড়ে গেছে অনেকটাই। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের উপর থেকে মূল্যবৃদ্ধির চাপ খানিক কমাতেই কর হ্রাসের কথা ভাবছে কর্ণাটক সরকার। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বোম্মাই বলেছেন, সবটাই অর্থনীতির উপর নির্ভর করছে। আমি একটা বৈঠক ডেকেছি। যদি দেখি, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল আছে, আমি কর কমানোর কথা ভাবব। কর্ণাটকে এই মুহূর্তে পেট্রল-ডিজেল দুইই পার করেছে সেঞ্চুরির গণ্ডি। পেট্রলের দাম ছুঁয়েছে লিটার প্রতি ১০৯.১৬ টাকা। ডিজেল বিকোচ্ছে ১০০টাকা প্রতি লিটারে। এর আগে অবশ্য কর হ্রাসের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন বোম্মাই। প্রতিবেশী তামিলনাড়ুতে কর হ্রাস করা হয়েছিল। বিরোধীরা এই দাবিতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। এখন দেখার, তামিলনাড়ুর পথে কর্ণাটক হাঁটে কিনা।

এ রাজ্যেও প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : "শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলাতেও প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে।" রবিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সহ—সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই বিস্ফোরক দাবি করে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডের ঘটনাকে সামনে এনেছেন। একুশের নির্বাচনের সময় প্রচারে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। এবার ফেসবুকে এবং টুইটেও লিখেছেন। তাতে হইচই বেড়েছে।ঠিক কী লিখেছেন তিনি? ফেসবুকে নিজের ওয়ালে তিনি লিখেছেন, 'যারা বাংলাদেশের দুর্গাপুজোর উপর হামলা নিয়ে খুব চিন্তিত, তারা কি জানেন যে খোদ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের একটি পুজোর দুর্গা প্রতিমা কিছু দুষ্কৃতী এসে ভেঙে দিয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দিতে রাজ্যের পুলিশ ও তার উচ্চ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তড়িঘড়ি প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করে। তবে কি পশ্চিমবঙ্গ এবার বাংলাদেশের দিকেই এগোচ্ছে?' দিলীপবাবুর এই পোস্ট রবিবার বেলা সাড়ে তিনটে অবধি দেখেছেন ৫৩ হাজার নেটানাগরিক। লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২০০, ৬২৫, ১হাজার ৪০০। এই সঙ্গে তিনি শনিবার বেশি রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের পুজোয় নিরাপত্তার অভাবের ভিডিও-সহ টুইটও করেছেন। এতে বাংলাদেশের মৌলবাদ, বাংলার মাটিতে কায়েম হচ্ছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে।

আন্ত্রিক জীবাণু এবং আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমরা নই একা, উই আর নট অ্যালোন। আমাদের শরীর, আমাদের নাক, কান, চোখ, মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র অর্থাৎ গ্যাস্ট্রোইন্টেশটিনাল ট্র্যাক্ট তথা জি আই ট্র্যাক্ট বা গাট প্রভৃতি ট্রাইলিওন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ফাঞ্জাই এর দ্বারা আচ্ছদিত। সমষ্টিগতভাবে এদের বলা হয় গাট ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোবায়োম।

যদিও কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া রোগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সুস্থ শরীর ও সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং জন্মলগ্ন থেকেই এমনকী মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এই সংখ্যক ক্ষুদ্র জীবাণুরা আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে প্রয়োজনীয়, সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখছে এবং আমাদের বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াগুলোর,যেমন-আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম), হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, শারীরিক ওজন, পরিপাক ব্যবস্থা (মেটাবলিজম) প্রভৃতির সুস্থ ও স্বাভাবিক কার্যসম্পাদনের মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঞ্জাই এবং অন্যান্য অণুজীবদের সাধারণত মাক্রোওরগ্যানিজমস অথবা সংক্ষেপে মাইক্রোবস বা অণুজীবাণু বলা হয়। এই অণুজীবেরা আমাদের অস্ত্র বা গাট-ও একত্রে সহবস্থান করছে (সিম্বায়োসিস)। বেশিরভাগ অণুজীবরা আমাদের ইনটেস্টাইনের মধ্যে লার্জ ইন্টেস্টাইনে বা বৃহদান্ত্রে 'সিকাম' নামক এক পরেটে বা আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং তাদের বলা হয় গাট মাইক্রোবায়োম। এমনকী আমাদের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কোষের চাইতে এই অণুজীবেরা সংখ্যায় বেশি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে প্রায় ২০০ রকমের বিভিন্ন কোষ থাকে এবং মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩০ ট্রাইলিয়ন, যেখানে আমাদের শরীরে অণুজীবদের সংখ্যা প্রায় ৪০ ট্রাইলিয়নষ। প্রয় ১০০০ রকমের ভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস) অণুজীবদের নিয়ে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণরা গঠিত। এবং এরা আমাদের শারীরিক কুশলতার জন্য বিভিন্নভাবে দায়ী। আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া। যারা আমাদের অন্ত্রে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত খাদ্যের বিপাক, ভিটামিনের উৎপাদন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম)-কে সদা সজাগ, সতর্ক এবং প্রস্তুত রাখা। এই জীবাণুদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় সংখ্যাল্পতা দেখা দিলে আমাদের শারীরিক চিকিৎসার ফলে যদি এদের বিনাশ ঘটে তাহলে নানারকমের স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা ও সমস্যা, যেমন মেদবাহুল্য, মেজাদের গোলমাল, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, শরীরে ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। চেষ্টা করলে স্বল্পায়াসে আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতে ভারসাম্য, উপাদানে বৈচিত্র্য, তাদের উন্নতি ও বৃদ্ধিতের সহায়তা করে আমরা লাভ করতে পারি বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর ও স্বাস্থ্য এবং 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমযু'।

এদের জীবাণুদের অনুপাত আমাদের খাদ্যসামগ্রী, পানীয় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উন্নত দেশের নাগরিকদের এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমবেতবাবে আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শরীরে এক পৃথক এবং অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে (একস্ট্রা অরগ্যান) কাজ করে এবং ওজনে প্রায় ২- ৫ পাউন্ড (১-২ কেজি) অর্থাৎ আমাদের মস্কিষ্কের প্রায় সমান ওজন।

কী কী ভাবে অণুজীবরা আমাদের শরীরে আসে?

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় মায়েদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় শিশু ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভ্রূণ অবস্থায়ও অণুজীবদের দ্বারা ভ্রূণ সংক্রমিত হতে পারে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বাসস্থান অ্যামনিওটিক থলি (স্যাক) যখন ফেটে যায়, আমরা ব্যাকটেরিয়া সংস্পের্শে আসি। শিশুর জন্ম যদি যোনিপথের মাধ্যমে (ভ্যাজিনাল) হয় তাহলে শিশু জন্মনালির (ব্যর্থ ক্যানাল) জীবাণুদের দ্বারা সংক্রমিত হয় আর যদি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ৯সিজারিয়ান) হয় তাহলে জন্মলগ্নে উপস্থি ব্যক্তিদের থেকে সংক্রমিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সদ্যোজাত অগণিত এবং বিচিত্র ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে এবং কয়েকদিনের মধ্যে মায়ের শরীর, স্তন, জন্মস্থান—যেমন হসপিটাল প্রভৃতির স্থানে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। জন্মের পর কয়েক মাস শিশুদের মধ্যে জীবাণুদের ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গ জীবাণুদের অনুপাত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। বেশ কয়েক বছর পর আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যখন স্থিরতা আসে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্যে একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায়।

আন্ত্রিক জীবাণু ও আমরা বিবর্তনজনিত সহাবস্থান ঃ

বিবর্তনের পথে মানুষের উদ্ভব হয়েছে প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর আগে এবং সেই সময় থেকেই

অণুজীবেরা মানুষের সংস্পর্শে এসেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে সহাবস্থানের ভূমিকা নিয়েছে। গবেষকরা আমাদের অন্ত্রে কিছু অণুজীবাবণুদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন নিয়াণ্ডারখাল প্রজাতির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে। সুতরাংএই অণুজীবরা আমাদের 'ওল্ড ফ্রেন্ডস বা পুরানো বন্ধু'। সুতরাং প্রমাণিত হয় এই আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্ব এবং আমাদের অন্ত্রে এই জীবাণুদের কমিতিরজন্য দায়ী আধুনিক মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রা। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের তুলনায় নিয়াণ্ডারখাল প্রজাতির মানুষর আন্ত্রিক জীবাণু অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময় ছিল। আমাদের হোমিনিড খুড়তুতো বাই নিয়ানডারখালরা প্রজাতি হিসাবে আমাদের বিবর্তনের ক্ষেত্রেঅনেক অবদান রেখে গিয়েছে। গবেষকরা ৫০,০০০ বছরের পুরান মলের উপাদান (ফিকাল স্যামপল)- এর মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের (গাট মাইক্রোবস) পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে অনেকেই নিয়াণ্ডারখাল আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। প্রায় ৭ লক্ষ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়াণ্ডারখালরা বিবর্তনের পথে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুদেরমধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির অণুজীবদের উপস্থিতি নিয়াণ্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতি আমাদের জৈবক্রিয়ায় (বায়োলজি) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশক। তাছাড়া হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়াণ্ডারখালদের পূর্বপুরুষদের অন্ত্রেও এই আন্ত্রিক জীবাণুদের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এই উপকারী ও প্রয়োজনীয় আন্ত্রিক জীবাণুদের পুনর্গঠন করে তাদের উপদানগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, খাদ্যভ্যাসের ও জীবনযাত্রার মান বদল করে। দেখা গিয়েছে প্রসেসড ফুড, চলজলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), কড়া করে ভাজা খাবার (ডিপ ফ্রায়ড ফুড), অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ সেবন, অতিরিক্ত সুস্বাস্থ্য-বিধি ও ব্যবস্থার (বাই পার - স্যানিটাইডজ এনবারনমেন্ট) ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্যের হ্রাস ও পরিমাণ ও সংখ্যায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় বেশি কিছু প্রজাতির নির্মূল বা বিনাশের ফলে। এই উপকারী প্রজাতিগুলো আগে আমাদের মধ্যে ছিল। সভ্যতা ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরাব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।।

আন্ত্রিক জীবাণু ও জীবের ওপর বিবর্তনের প্রভাবঃ

এখন প্রশ্ন, আন্তিক জীবাণুরা বিবর্তনের পথে কিভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত? আন্ত্রিক জীবাণুরা কী আমাদের একই সঙ্গে বিবর্তনের পথে উদ্ভূত? আন্ত্রিক জীবাণুর বিবর্তনজনিত ইতহিস কি মানুষের শরীরও স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত? জীবাণুরা বিবর্তনের পথে এবং প্রভাবে আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং করছে?

যদিও মানুষের ৬.৫ মিটার লম্বা অন্ত্রনালী তিনটি অংশে গঠিত---পাকরস্থলী (স্টমাক), ক্ষুদ্রান্ত্র (স্মল ইন্টেস্টাইন) এবং বৃহদান্ত্র (লার্জ ইন্টেস্টাইন) এবং আন্ত্রিক জীবাণ সংক্রান্ত গবেষণা ও আমাদের ধারণা সাধারণত বৃহদান্ত্রের অণুজীবীদের নিয়েই গঠিত। বৃহদান্ত্রের প্রতি মিলিমিটার অংশ প্রায় ১০১১ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত তুলনায় ক্ষুদ্রান্তে ১০৮ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে ক্ষেত্রে ১৫০ থেকে ৪০০ বিভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস)। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রজাতিদের সংখ্যা ও উপাদান পরিবর্তিত হয়। আমাদের এই সম্পর্কিত ধারণা বহুলাংশে নির্ভর করে উন্নত দেশগুলোর মানুষের মধ্যে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে।

প্রথমত, অনুন্নত দেশের বাসিন্দাদের থকে উন্নতদেশের নাগরিকদের অন্ত্রে জীবাণু প্রায় ৩০ শতাংশ কম আছে। 'হারিয়ে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণু (ডিজঅ্যাপিয়ারিং মাইক্রোবস)' তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, উন্নত সভ্যতা এবং অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং প্রকৃতির থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণুদেরএই ক্রম অপসৃয়মানতার মূলে।

দ্বিতীয়তক, পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির অভাব লক্ষ্য করা যায় যেগুলো ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রে উপস্থিত। পরিশেষে, কিছু জীবাণুর প্রাচুর্যের তারতম্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায় দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন, কেন এই পার্থক? প্রাচ্য দেশের লোকেদের খাদ্যে বেশি তন্তু (ফাইবার) থাকে চর্বি, মাংস এবং চিনির কম পরিমাণ আন্ত্রিক জীবাণুদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বানাতে সাহায্য করে। পাশ্চত্য দেশে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধের ব্যবহার, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাত্রাতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আন্ত্রিক জীবাণুদের কমতির মূলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই পার্থক্য কি গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করে আমাদের নিকট সম্পর্কীয় প্রাইমেটদের (নন-হিউম্যান) আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তুলনায়মূলক আলোচনা। আমাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় আফ্রিকান এপদের তুলনায় মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর পরিমাণ এবং কম বৈচিত্র্যাময় এবং ব্যাক্টেরেয়ডস প্রজাতির প্রতুলতা এবং মিথানোব্রেভিব্যাকটারএবং পাইবোব্র্যাক্টারদের পরিমাণ হ্রাস এবং এই বৈশিষ্ট্যের পলে নন-হিউম্যান এপদের মধ্যে মাংসাশী খাদ্যভাসের প্রচলন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং ক্রমশ মাংসাশী হয়ে যাওয়ার ফলে এই বৈশিষ্ট্য বৃহদাকার এপদের (নর-বানর) থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর চরিত্র ও উপাদানের গঠন খুব দ্রুত বদলে গিয়েছিল এবং এর মূল্যে রান্না করা খাবার চাষবাসের উৎকর্ষতা, জনগোষ্ঠীর আয়তন, ঘনত্ব এবং অন্যান্য শারীরিক ও শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন- যেমন, এন -গ্লাইকোলাইলনিউরামিনিক এসিডের (মানবদেহে ক্যান্সারের উৎপাদক) হ্রাস ও হানি। মানুষের অন্তর্জনসংখ্যা (ইন্টার পপুলেশন)-গত পার্থক্য প্রায় একই রকম। মানুষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের মূল্যে খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন এবং নর-বানরদের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তন।

আন্তিরক জীবাণুদের পূনর্গঠন ঃ

আমাদের কীভাবে সনাক্ত করতে পারি আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয় জীবাণুদের, তাঁদের কীভাবে রক্ষা করতে পারি এবং পূর্ণগঠিত ও পুনর্স্থাপিত করতে পারি আমাদের অন্ত্রে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য (এন্সেট্রোল ট্রেইটস) অর্থাৎ আন্ত্রিক জীবাণুদের মধেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা বিবর্তনের ইতিহাসে আজও এখটানা অপরিবর্তিত ও উপস্থিত রয়ে গিয়েছে আমাদের অন্ত্রে, তাঁদের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে।

বিজ্ঞানীরা নিয়াণ্ডারখালদের বাসস্থানের কাছে পাওয়া ৫০,০০০ বছরের পুরনো মূলের নমুনা (ফিকাল স্যাম্পলস) থেকে ডিএনএ নিষ্কাশিত করে তারা বিশ্লেষণ করে নিয়াণ্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত আন্ত্রিক জীবাণুদের উপাদান ও বৈচিত্র্য নির্ণয় করেন। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণু এবং নিয়াণ্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত জীবাণুদের মধ্যে তুলনা করে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। দেখা গিয়েছে, আমাদের জানা প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সবই সেই সময় নিয়াণ্ডারখালদের এবং হোমো সেপিয়েন্সদের অন্ত্রে উপস্থিতি ছিল। এবং হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়াণ্ডাথখালদের যে সাধরণা পূর্বপুরুষ তাঁদের অন্ত্রেও এইসব উপকারী জীবাণুরা ছিল। সুতরাং বিবর্তনের পথ ধরেই এইসব জীবাণুদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি এবং সহযোগিতামূলক সহাবস্থান (সিম্বায়োসিস)। বিবর্তনের সূত্রেই আমাদের প্রাপ্তি আন্ত্রিক জীবাণুদের আমাদের সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য। এইসব উপকারী জীবাণুরা ছোট মাপের শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড (শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড) তৈরি করে খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত তন্তু (ফাইবার) থেকে এবং আমাদের পরিপাক সুরক্ষা ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে।

বর্তমানে আধুনিক মানুষের অন্ত্রে এইসব উপকারী অণুজীবদের ঘাটতি ও কমিত লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে বিপদ সংকুচে জানিয়েছেন এবং যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

আন্ত্রিক জীবাণুদের সুরক্ষা ও সুগঠনের জন্য শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান একটি অতি প্রয়োজনী এবং আবশ্যিক ব্যবস্থা। দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুরা অ্যালির্জি প্রভৃতি রোগের প্রতিরোদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্তন্যপান শৈশবে আন্ত্রিক জীবাণুর বিকাশ ও গটনের পক্ষে খুবই উপকারী। প্রথমত শিশুকে মাতৃদুগ্ধে উপস্থিত জীবাণুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মাতৃদুগ্ধের অলিগোসাক্যারাইড (ছোট মাপের শর্করা জাতীয় পদার্থ), মাতৃদগ্ধ নিঃসৃত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আই জি এ (ইমিউনোগ্লোবিন এ)' এবং জীবাণু বিরোধী পদার্থ) অ্যালার্জিজনিত রোগের প্রতিরোধে মাতৃদুদ্ধের উপকারিতা শিশুর আন্ত্রিক জীবাণুকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করে, নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। এবং এর ফলে অনেক অ্যালার্জিজনিত রোগের হাত থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুরক্ষিত থাকে। আন্ত্রিক জাবাণুরা মানুষের সঙ্গে বিবর্তনের পথে কয়েক লক্ষ বছর ধরে একই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভুত। এই সময়ের মধ্যে দিয়েই আন্ত্রিক জীবাণু মানুষের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিধি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেই সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও জীবনধারণের পথ ও লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শারীরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জন্মের সময় মায়ের জন্মনালী (ব্যর্থ ক্যানাল)-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আন্ত্রিক জীবাণুদের সংস্পর্শে আসি। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণ অবস্থায় জীবাণুদের সংস্পর্শে আসে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা দেখা দেয়। উচ্চমানের বৈচিত্র্য আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। আমাদের খাদ্যাভাসের ওপর নির্ভর করে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র্য, উপাদান এবং গঠনপ্রকৃতি। আমাদের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুরা নানাভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। যেমন—

১) মাতৃদুগ্ধের পরিপাক—যে সব ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে প্রথম বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন---বাইফিডোব্যাকটেরিয়া, তারা মাতৃদুগ্ধে অবস্থিত শর্করাকে (কার্বোহাইড্রেট) পরিপাক করে যা আমাদের শারীরিক উন্নতি ও বৃদ্ধির সহায়ক।

২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা---আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সজাগ, সতর্ক, সক্রিয় রাখে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্তে কোষগুলোর (ইমিউন সেলস) সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্ত্রিক জীবাণু বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা নেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

৩) মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার—আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য আন্ত্রিক জীবাণুদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অণুজীবন আমাদের মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ু সংবাদ পবিবাহক (নিউরোট্রান্সমিটার) উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন অবসাদ নিরোধক (এন্টিডিপ্রেসান্ট) সেরোটনিন অন্ত্রে উৎপাদন হয়। আমাদের অন্ত্রকয়েক মিলিয়ন স্নায়ুকোষের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এইসব স্নায়ুকোষের মাধওমে প্রেতি সংবাদের মাধ্যমে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক স্বাস্থের লোকদের তুলনায়। সুতরাং আমাদের মস্তিস্কের সঠিক কার্যকারিতকার জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরা দায়ী। দেখা গিয়েছে কিছু 'প্রোবায়োটিক্স' (জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ইষ্ট যুক্ত খাবার অথবা উপকারী জীবন্ত অণুজীব, খাদ্য হিসাবে) আমাদের মানসিক অবসাদ ও অন্যান্য মানসিক রোগ নিবারণে সহায়তা করে।

৪) অন্ত্রের সুরক্ষা ---আন্ত্রিক জীবণুরা আমাদের অন্ত্রে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য পরিপাক করে যা আমাদের অন্ত্র করতে অক্ষম। আন্ত্রিক কোষদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই সুরক্ষা কার্য সম্পাদন হয়। আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের অন্ত্রের দেওয়ালে বাসা বাঁধে এবং রোগ জীবাণুদের রোগ সংক্রমণ করতে হলে অন্ত্রে দেওয়ালে সংযুক্ত ও বাসা বাঁধতে হয়। উপকারী ও ক্ষতিকারক জীবাণুদের মধ্যে লড়াই বাঁধে অন্ত্রেক দেওয়ালের স্থান করে নিয়ে বাসা বাঁধার জন্য এবং রোগ বিস্তারের জন্য উপকারী আন্ত্রিক জীবাণুরা জিতলে রোগের প্রতিরোধ হয়। নয়তো আমরা রোগক্রান্ত হয়ে পড়ি। আন্ত্রিক জীবাণুরা রোগ জীবাণুদের অন্ত্রে এই সংযুক্ত হওয়া বা বাসা বাঁধা থেকে নিবৃত্ত করে এবং আমরা এরাগমুক্ত থাকি।

৫) হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা—আন্ত্রি জীবাণুরা আমাদের হৃদযন্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার দিক নজর রাখে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণু 'ভালো কোলেস্টেরল' অর্থাৎ হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন (এইচ ডি এল) ও ট্রাইগ্লিসারাইডস, যারা আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তাঁদের উৎপাদনে সহায়তা করে। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অনুজীব হৃদযন্ত্রে পক্ষে ক্ষতিকারক ট্রাইমিথাইল এমিন এন অক্সাইড (টি এম এন ও) তৈরি করে। রেড মিট ও অন্যান্য প্রাণীদেহের মাংসে অবস্থিত কোলিন এবং এল-কারনিটিন থেকের এই ক্ষতিকারক টিএমএন ও উৎপন্ন করে কয়েক ধরনের আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া প্রোবায়োটিক্স ও ইষ্ট এইসব ক্ষতিকারক পদার্থের উৎপাদন নিবৃত্ত করে। এইসব উপকারী অণুজীব সমৃদ্ধ খাবার আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ও হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় খুব উপকারী।

৬) সুগার নিয়ন্ত্রণে---আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের শরীরে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবিটিসরোধে সহায়তা করে জায়াবিটিস ১ ও ২ উত্তর ক্ষেত্রেই। দেখা গিয়েছে, একই ধরনের খাবার খাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তপাৎ হওয়ার ভ্রূণ তাঁদের শরীরে সুগারের মাত্রায় ফারাক হতে দেখা যায় এবং এর জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরাই দায়ী পরিশেষে।

৭) আমাদের ওজন---হাজারো রকমের ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে বসবাস করছে। তাদেরবেশিরভাগই আমাদের পক্ষে ভীষণ উপকার। আবারকিছু জীবাণু আছে অপকারী জীবদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই অবস্থাকে বলা হয় 'গাট ডিজবায়েসিস'। যমজ ভাইদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে পার্থক্যের দরুণ একজন মেদবহুর ও অন্যজন রোগা। এই পার্থক্যের ফলে মনে হয়, আন্তিরক জীবাণু পুরোপুরি বংশানুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রোবায়োটিক্স খাদ্যের মাধ্যমে এই মেদবৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। অপরদিকে ওজন বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে পূজা মন্ডপে হামলায় গ্রেপ্তার নেই

আজ সম্প্রীতি সমাবেশের ডাক আ. লীগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশের কুমিল্লা নগরের নানুয়াদিঘির পাড় পূজামণ্ডপের ঘটনায় বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে অগ্নিসংযোগ, হামলা, ভাঙচুর ও ফেসবুকে উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়ানোর অভিযোগে দায়ের পাঁচ মামলায় নতুন গ্রেপ্তার নেই। তবে ঢাকা ও কুমিল্লার পুলিশের দুটি দল শনিবার রাত থেকে নগরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে।

এদিকে, আজ সোমবার বেলা তিনটায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠে মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সম্প্রীতি সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে রোববার নগরীতে মাইকিংও করা হয়।

জানতে চাইলে কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ বলেন, কুমিল্লায় পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে হামলা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উগ্রতা ছড়ানোর ঘটনায় এ পর্যন্ত পুলিশ চারটি ও র‍্যাব বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে। এসব মামলায় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের জামায়াতপন্থী তিন কাউন্সিলরসহ এজাহারভুক্ত আসামি ৬২ জন। অজ্ঞাতনামা আসামি ৫০০ জন। এর মধ্যে পুলিশ ৩৯ জনকে ও র‍্যাব একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা সবাই এজাহারভুক্ত আসামি। নতুন করে শনিবার রাত থেকে রোববার বিকেল পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার নেই। ঢাকা ও কুমিল্লার পুলিশের দল কাজ করছে। এখনো আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বলার মতো কিছু নেই।

কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কমল কৃষ্ণ ধর জানান, ১৩ অক্টোবর ভোর ৫টা ৩০ মিনিট থেকে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কে বা কারা কুমিল্লা নগরের নানুয়াদিঘির পাড় পূজামণ্ডপে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হারুনুর রশিদ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননা করার অপরাধে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

১৩ অক্টোবর দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে কুমিল্লা নগরের কাপড়িয়াপট্টি চাঁনমনী কালীমন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুরোহিত ও দর্শনার্থীদের মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৩২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ২৫০ জনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়। কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল আলিম খান বাদী হয়ে ওই মামলা করেন। এ মামলার প্রধান আসামি নবাববাড়ি এলাকার এরশাদুল হকসহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জামায়াতের নেতা মোশারফ হোসেনকে ১৯ নম্বর আসামি করা হয়েছে।

একই দিন বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে কুমিল্লা নগরের ঠাকুরপাড়া কালীতলা এলাকার রক্ষাময়ী কালীমন্দিরের ভেতরে প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়। এ ঘটনায় এসআই আলমগীর বাদী হয়ে ২৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার প্রধান আসামি হলেন নগরের মুরাদপুর এলাকার মাহমুদুল হাসান। এই মামলার ২১ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়াকে ২২ নম্বর ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একরাম হোসেন ওরফে বাবুকে ২৩ নম্বর আসামি করা হয়। কাউন্সিলর একরাম হোসেন রোববার বিকেলে তাঁর বাসায় সংবাদ সম্মেলনে বলেন,ঘটনার সময় আমি কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মাসিক সভা উপলক্ষে নগর ভবনে ছিলাম। এখন আমি ভিন্ন দল করি, তাই আমাকে মামলার আসামি করা হলো।

ঘটনার দিন কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আনওয়ারুল আজিম বলেন, পূজামণ্ডপের ঘটনায় কয়েকজন যুবক ফেসবুকে লাইভ করেন। কেউ ভিডিও করেন। এ ঘটনায় ১৩ অক্টোবর রাত ৯টা ৪০ মিনিটে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় খন্দকার হক টাওয়ারের সামনে থেকে ফয়েজকে (৪১) গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। এসআই মফিজুল ইসলাম খান বাদী হয়ে ফয়েজের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা একাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

এদিকে, কুমিল্লা নগরের নানুয়াদিঘির পাড় পূজামণ্ডপের অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাম মাওলা (২৬) নামের এক তরুণ নিজের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন উগ্রবাদী কথা প্রচার করে। এ ঘটনায় ১৪ অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। তাঁর বাড়ি জেলার বুড়িচং উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে। র‍্যাব-১১ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-২ কুমিল্লার পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যান) মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন।

এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, সোমবার তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে। শহর শান্ত আছে। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থানীয় সাংসদ আ ক ম বাহাউদ্দিন বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেন।

সেলফি তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু

বারুইপুর, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরের মল্লিকপুরে সেলফি তুলতে গিয়ে পা পিছলে জলে পড়ে তলিয়ে মৃত্যু হল দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

জানা গিয়েছে, তিনজলার বাসিন্দা বুবাই শনিবার রাতে মল্লিকপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসেন। রবিবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে এলাকারই ঝিলপাড়ে আসেন। সেখানে একটি ভাঙা চাতালের উপর দাঁড়িয়ে তিনজন মিলে সেলফি তুলছিলেন। সেইসময় বুবাই আচমকা পা পিছলে সোজা ঝিলে গিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু, বুবাইকে আর পাওয়া যায়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জলে ডুবে যান তিনি। বুবাইকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর দুই বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গিয়ে খবর দেন। ছুটে আসেন এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতিতেই ঝিল থেকে তোলা হয় মৃত বুবাইয়ের নিথর দেহ। বারুইপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি কোনও দুর্ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

মন্দিরে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ নিয়ে মন্তব্যে ব্রাত্য বসুকে তোপ নেটিজেনদের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে ইস্কনের মন্দিরে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে ওদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে মন্তব্য করে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ব্রাত্যবাবুর রবিবারের সংশ্লিষ্ট মন্তব্য একটি বাংলা সংবাদচ্যানেলে ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়। এর পরেই সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। দেবশ্রী মজুমদার লিখেছেন, "এখানেও রাজনীতি?" সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "দুধেল গাইদের ডিফেণ্ড করতে চটিবেগমের নির্দেশে হাজির বরাহনন্দন চটিভৃত্য দাস।" পবিত্র প্রামাণিক লিখেছেন, "ঘুম ভাঙলো কত্তা!হে হে!আপনাদের জন্য বড্ড করুনা হচ্ছে!" অর্ঘ্য আচার্য্য লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে আর বেশি দেরি নেই।"

সুরজিৎ বিশ্বাস লিখেছেন, "ওপারে যারা ইসলামিক মৌলবাদী এপাড়ে তারাই তৃণমূল।" অরিজিৎ বিশ্বাস লিখেছেন, "আপনার বোধ শক্তি কোনোদিনই ছিলোনা, আপনি চিরকালীন সুবিধাবাদী, আপনার প্রতিক্রিয়ার কোনো মূল্য নেই।" অতুল দে লিখেছেন, "বোকার মত কথা বলিস না।"

অমিত বসাক লিখেছেন, "পাগল ওখানে আমাদর হিন্দুরা মরছে আর তোরা এখানে বাংলাদেশী মুসলিমদের ভোটর লোভে জায়গা দিচ্ছিস. ছিঃ. মত পাল্টা নাহলে বাংলার মানুষ......... বিদায় করবে।"গোবর্ধন হর্ষবর্ধন লিখেছেন, "সঠিক কথা। মুসলমান মানে মুসলমান। সিপিএম না, তৃণমূল না, বিজেপি কংগ্রেস না। কিন্তু, হিন্দু মানে আগে গন্ধ শোঁকা। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস নাকি সেকুলার। সবাই আছি, শুধু হিন্দু নেই।" শিপ্লু দাস লিখেছেন, "হিন্দুরা মার খেলে এর থেকে ভালো প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না।" বসুমন মিত্র লিখেছেন, "পৃথিবীর সব চাইতে অসভ্য অভদ্র লোক হোলো এই মালটা।" রাজা পালিত লিখেছেন, "লজ্জা লাগা উচিৎ! এদের আবার জনপ্রতিনিধি বানায়ন।

আন্তর্জাতিক স্তরে চাপ তৈরি করতে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি ঃ অসমের

শিলচর (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে দুর্গা পূজায় কথিত 'কোরান শরীফ অবমাননা'র ঘটনার জেরে কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম সহ ওই দেশের বিভিন্ন এলাকায় পূজা মণ্ডপ ও মন্দিরে হামলা-ভাঙচুর এবং হতাহতের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি (সিআরপিসিসি), অসম। পাশাপাশি সে দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানে আন্তর্জাতিক স্তরে চাপ তৈরি করতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছে সিআরপিসিসি। এছাড়া অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোরালো দাবি জানিয়েছে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, সচেতন নাগরিক সহ সমস্ত বিরোধী দলের কর্মীরা যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে রাজপথে নেমে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে মানববন্ধন গড়ে তুলেছেন এতে তাঁদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে সিআরপিসিসি।

সংগঠনের তরফে ড় তপোধীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'কুমিল্লা শহরের একটি পূজা মণ্ডপে রাতের আঁধারে কারা কী উদ্দেশ্যে কোরান শরীফ রেখে গেছে, তা সে দেশের প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারত। কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে অবগত করার পরও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমবেত হয়ে বিভিন্ন মণ্ডপে ও মন্দিরে যে হামলা চালানো হচ্ছে তাতে পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এই ঘটনার পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পূজা মণ্ডপে হামলা-ভাঙচুর প্রমাণ করে, বাংলাদেশ সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে গুজব ছড়িয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়ি-ঘরে হামলা-ভাঙচুর লুটপাট হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সরকারের দলীয় নেতাকর্মীদের ইন্ধনে সাম্প্রদায়িক হামলার অভিযোগ উঠলেও তাদের কোনও বিচার হয়নি। "সিআরপিসিসি, অসম"-এর পক্ষ থেকে এ-ও বলা হয়, এ সকল মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তার হোতা দেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল মানুষ ও সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কুমিল্লা সহ বিভিন্ন এলাকায় পূজা মণ্ডপে ও মন্দিরে সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সে দেশের আওয়ামি লিগ সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সিআরপিসিসি, অসম।

মায়াপুর ইস্কনের পাণ্ডব সেনা ইস্কন ভক্তরা প্রতিবাদে সোচ্চার

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশের ইস্কন মন্দির ভাঙার প্রতিবাদে এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রবিবার নদিয়ার মায়াপুর ইস্কনের পাণ্ডব সেনা ইস্কন ভক্তরা প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন।

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনা মহামারী। ইসলামিক বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। দেশটিতে এই মহামারীর মাঝেও নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। প্রতিদিনই দেশটির কোন না কোন প্রান্তে ঘটে চলেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনা। সাম্প্রদায়িক হিংসাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে বাংলাদেশে। একের পর এক মন্দিরে চলছে মারাত্বক ভাঙচুর। বাংলাদেশের ইস্কন মন্দিরে হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে পান্ডব সেনার শিব মন্দিরের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন ইস্কন ভক্তরা। প্ল্যাকার্ড ও ফেষ্টুনে ছিল ইস্কন মন্দিরে আক্রমণের ছবি ও প্রতিবাদ। বাংলাদেশে ধর্মের উপর আঘাত এবং ইস্কন ভক্তদের আরাধ্য দেবতাকে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদেই এদিনের এই কর্মসূচি। ইস্কন ভক্তদের দ্বারা গঠিত পাণ্ডব সেনার শিব মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হল। শিবলিঙ্গের মহা অভিষেকের মাধ্যমে উন্মোচিত হলো সুসজ্জিত পাণ্ডব সেনার শিব মন্দির। হিন্দু-মুসলিমের বিভাজন ভুলে গিয়ে পাণ্ডব সেনার শিব মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সকলে।বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে মায়াপুর ইস্কনের মহারাজ অলয় গোবিন্দ দাস বলেন, 'এই ঘটনা শুধুমাত্র রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে ঘটেছে। এই ঘটনায় কোনও সাম্প্রদায়িক হিংসা জড়িত নেই। কিছু কিছু মানুষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে হাতিয়ার করে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের ইস্কন মন্দির ভাঙচুর এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'

হিন্দুদের একাংশের নৈঃশব্দকে আক্রমণ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি . স.) : বাংলাদেশে ধর্মের ওপর আঘাতের পরেও হিন্দুদের একাংশের নৈঃশব্দকে আক্রমণ করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

রবিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "খাসীর দোকানে খাসী কাটা চলছে আর পাশে আরো কিছু পাঁঠা নিশ্চিন্তমনে ঘাস চিবুচ্ছে, দেখছে অথচ ভাবছেও না যে এর পর তাদেরই পালা।"অপর একটি টুইটে তিনি এদিন লিখেছেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নিউটনের গতির তৃতীয় আইন অস্বীকার করলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে না। একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মৃত বলে ভান করলে এটি মারা যাবে না। এটি তার নিজের ভাল সময়ে ফেটে যাবে।"

প্রসঙ্গত, অষ্টমীর রাতে বাংলাদেশের একাধিক পুজোমণ্ডপে দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ ওঠে। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা শুরু হয় সর্বস্তরে। তবে এই ঘটনায় দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল-ও। অন্যদিকে মণ্ডপে হামলার ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এসবের ছাড়িয়ে ফের বড় হয়ে উঠেছে ইসকন মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনা।

চোপড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত রেলকর্মী

চোপড়া, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার ধূমডাঙ্গি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিষ্ণুদেব পাসওয়ান (৫৭)। বাড়ি বিহারের বেগুসরাই এলাকায়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চতুর্থ শ্রেণির ওই কর্মী কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে এনজেপি রেল হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকের তালে নাচ মদন মিত্রর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো শেষ তবে কাটেনি পুজো আবহ। রবিবার দ্বাদশী ছুটির দিনে অনেকেই দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে। এদিন ত্রিধারায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। উমার বিসর্জনের আগে ত্রিধারায় ঢাকের তালে কোমর দোলালেন কামারহাটি বিধায়ক মদন মিত্র।

গত বছরের ন্যায় চলতি বছরও করোনা আবহে হয় দুর্গা পুজো। যদিও চলতি বছর সম্পূর্ণ ফেস্টিভ মুডে ছিল শহরবাসী। চলতি বছর চতুর্থী থেকেই প্যান্ডেল হপিং শুরু করে সকলে। এরই মাঝে চলে আসে উমাকে বিদায় জানানোর পালা। বিভিন্ন জায়গায় দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন হলেও অনেক পুজো প্যান্ডেলই আজ রবিবার প্রতিমা বিসর্জন দেয়। তারই মাঝে ত্রিধারা অন্যতম। এদিন নর্থ ত্রিধারাতে উপস্থিত হন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সেখানে ধুনুচি নাচে কোমর দোলান তৃণমূল বিধায়ক।

ভারতে মুসলমানরা বিপন্ন

মন্তব্য করে প্রবল সমালোচিত পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : "বাংলাদেশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা তুলে ধরে, বিদ্বেষ সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে এটা বলতে থাকাটা উস্কানি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।" ফেসবুকে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া বেড়েই চলেছে। রবিবারও কয়েকশো নেটানাগরিকের তোপ এসেছে এই প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের দুর্গাপুজোয় হিংসার ঘটনার কড়া নিন্দে হচ্ছে সর্বত্র। শুধু ওপার বাংলা নয়, সেই রেশ ছড়িয়েছে এপার বাংলাতেও। একাধিক পোস্ট চোখে পড়ছে। আর তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে গিয়েই জোরালো কটাক্ষের শিকার হলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। নিজের পোস্টে অভিনেতা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলতে চয়েছিলেন। মুসলিমরাও যে হিন্দু ধর্মের সম্মান করে সেটা তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটা লম্বা পোস্ট করেন বাংলাদেশের পুজোয় চলা হিংসে নিয়ে। লেখেন, "এই ঘটনাগুলি থেকে যদি প্রমাণ হয় যে বাংলাদেশে হিন্দুরা বিপন্ন, তাহলে ভারতে গত সাত বছরে এরকম অগুনতি ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে (এবং যেগুলি নিয়ে দেশনেতারা অভূতপূর্ব ভাবে চুপ থেকেছেন!) যেগুলি থেকে আরও সহজে প্রমান হয় যে ভারতে মুসলমানরা বিপন্ন!"

নিজের লেখায়, পরমব্রত উল্লেখ করেন তাঁর স্পট বয় নাসির গাজীর কথা। যে পুজোতে রোজ শুভেচ্ছা জানায় পরমকে। মনে করিয়ে দেয় সরস্বতী পুজোর দিনক্ষণ। জোর দিন ক্ষণ আমার না থাকলেও ওর মনে থাকে এবং মনে করিয়েও দেয় উ বাইরে শুট করতে গিয়ে কোনো দর্শনীয় মন্দিরের সন্ধান পেলে সেটাও নাসিরই এনে দেয় অভিনেতার কাছে। কথা প্রসঙ্গে নিজের কাঠের মিস্ত্রি সানোয়ার আলীর কথাও উল্লেখ করেন। লেখেন বাংলাদেশ ও পুজো কমিটির দায়িত্বে থাকা মুসলিমদের কথা। কীভাবে তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে সব দায়িত্ব সামলান। বিভিন্ন মন্তব্যে অশ্লীল নানা মন্তব্য লেখা হয়েছে পরমব্রতর উদ্দেশে।

বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশ সরকার ভারতের ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়িয়ে ২০২৬ সাল পর্যন্ত করেছে। রোববার বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ ১০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১৬০ মেগাওয়াট করা হয়েছে। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বলেন, বিদ্যুৎ আমদানিতে সরকারের সাশ্রয় হবে ৭০৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ৯ মার্চ সিসিজিপি সভার অনুমোদনক্রমে এনপিটিসি বিদ্যুৎ ভেপার নিগাম লিমিটেড (এনভিভিএন) ত্রিপুরা, ভারত থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির ৫ বছরের চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের ১৬ মার্চ উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে এনভিভিএন বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ আরও ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশ করা মূল চুক্তির সব শর্তাবলী অপরিবর্তীত রেখে ভারতের ত্রিপুরা থেকে ১৬০ (১৬০±২০ শতাংশ সর্বোচ্চ ১৯২) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ ১৭ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য এনভিভিএন এর সঙ্গে ট্যারিফ প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা ৭.১৩৮৫২ টাকা হিসেবে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫ বছরে প্রায় ৪ হাজার ১৮৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সভায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৬০ মেগাওয়াট গ্যাস বা এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। যদি গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় পারকিলোওয়াট বিদ্যুতের মূল্য পড়বে ২.৯৪ টাকা এবং এলএনজি হলে ৫.৪৩ টাকা। অর্থমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি-১৯৯৬ এর আওতায় বিল্ড, ওন অ্যান্ড অপারেট (বিওও) ভিত্তিতে আইপিপি হিসেবে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার মেঘনাঘাট, জামালদিতে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাস অথবা আরএলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য (১) মালয়েশিয়ার কনসোর্টিয়াম অব এডরা পাওয়ার হোল্ডিংস এসডিএন বিএইচডি এবং (২) বাংলাদেশের উইনিইভিশন পাওয়ার লিমিটেড কর্তৃক অযাচিত প্রস্তাব দাখিল করে। বিউবো এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে স্পন্সর কোম্পানির সঙ্গে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশ করা রেসপনসিভ দরদাতা প্রতিষ্ঠান দুটির সঙ্গে ২২ বছর মেয়াদে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাস অথবা আরএলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।"

দুটি গাড়ির মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর জখম শিশু সহ ৯ জন

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সংলগ্ন কলেজ পাড়া এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড় দুটি গাড়ির মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর জখম ৬ শিশু সহ মোট ৯ জন। রবিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতরা সকলেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার জেরে প্রায় একঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দু'টি গাড়িই। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ছোট চারচাকার গাড়িতে করে মালদার একই পরিবারের ন'জন করণদিঘী থানার আলতাপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় উলটোদিক থেকে আসা পুরুলিয়াগামী অপর একটি যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলতাপুরগামী গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই গাড়িটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের তরফে সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরুলিয়াগামী গাড়ির যাত্রী সহ চালকদের আঘাত সামান্য হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী সহ দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘণ্টা কয়েকের প্রচেষ্টায় নয়ানজুলি থেকে তোলা হয় দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে।

বাংলাদেশে ১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিজয়া দশমীর সম্প্রীতির মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার ডিএন পাইলট হাইস্কুল মাঠে প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজন করা হয় প্রায় ১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিজয়া দশমীর সম্প্রীতির মেলা।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার বিকেল পর্যন্ত এই মেলায় মাটি ও কাঠের তৈরি খেলনা ও তৈজসপত্রসহ রকমারি পণ্যের দোকান বসে। উৎসবের আমেজে মুখরিত আবহমান গ্রাম-বাংলার চিরচেনা এই মেলায় ঢল নেমেছিল নানা বয়সী হাজারো মানুষের। বিজয়া দশমীর দিন এই মাঠে আনা হয়েছিল ঘিওর উপজেলা সদরের সব মণ্ডপের দুর্গার প্রতিমা। পরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় মেলাস্থলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীতে। সব ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে এই মেলাটি পরিণত হয়েছিল সম্প্রীতি মেলায়।

ঘিওর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি লিটন কুমার আইচ বলেন, প্রায় ১৫০ বছর ধরে এখানে প্রতি বছর বিজয়া দশমীতে মেলা বসে। চারপাশের অমানিশা, ক্লেদ, হিংস্রতা, ধর্মান্ধতা আমাদের সহজে স্পর্শ করে না। এখানে আয়োজন করা হয় বিজয়া দশমীর সম্প্রীতি মেলা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার উপস্থিতিতে উৎসবমুখর থাকে পুরো এলাকা। ঘিওর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অহিদুল ইসলাম টুটুল বলেন,বহু বছর ধরে এখানে এই সম্প্রীতি মেলা বসে। আনন্দে মেতে উঠে সবাই। ধর্মের বিভেদ, বিভাজন কোনোদিনই এই মেলার সর্বজনীন পরিবেশ নষ্ট করতে পারেনি।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বিপ্লব বলেন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে এই মেলার উচ্ছ্বাস স্বাক্ষর রেখেছে অনন্য এক সম্প্রীতির। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক প্রাণে মিলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক দেখভাল মেলাটির করেছে।

অশান্তির ঘটনায় ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে ইস্কনের তরফে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে ইস্কনের মন্দিরে অশান্তির ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে ইসকনের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কীর্তন করে প্রতিবাদ জানান সমবেতরা। তাঁদের হাতে ছিল মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন ইসকন মুখপাত্র শ্রী রাধারমণ দাস। দূতাবাসের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর উর্দি পড়া এবং সাদা পোষাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। ফেসবুকে এই প্রসঙ্গে সমর্থন জানিয়ে অনেক মন্তব্য এসেছে। সমাধান দেবনাথ লিখেছেন, "মন্দিরে মন্দিরে শুধু পূজা প্রার্থনা করলেই হবে না। আত্মরক্ষার্থে জুডো, ক্যারাটে, লাঠি, তরবারি চালানো ও শারীরিক মানসিক সক্ষমতা বাড়ানোরও প্রশিক্ষণ শুরু করা হোক।" এদিকে রবিবার সকালে বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার নিউটাউনে ইসকনের গোশালায় যান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কোষ এবং শরীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম

হাড়, মাংশপেশী, দাঁত, কোষ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ হাজার মিলিগ্রাম ক্যালিসয়ামের প্রয়োজন হয়। যা প্রায় তিন আট আউন্স গ্লাস পরিমাণ দুধ থেকে পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি নিরামিষাশী হন বা দুধ যদি সহ্য না হয় অথবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে ভালো না লাগে, তাহলে কী করবেন ? দুধ ও দুগ্ধভাত খাবার ছাড়াও অন্য অনেক খাবার থেকেই ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ব্রকলিঃ দুই কাপ পরিমাণ ব্রকলিতে রয়েছে ৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম ছাড়াও ব্রকলিতে রয়েছে একটি কমলালেবুর তুলনায় দ্বিগুণ ভিটামিন সি। তাছাড়া ব্রকলি ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমিয়ে আনতে পারে।

কমলালেবুঃ বড় আকারের একটি কমলালেবুতে থাকে প্রায় ৭৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। আর এক কাপ কমলার রসে থাকে ২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া ভিটানি সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার হিসেবে এই ফলের জুড়ি নেই।

স্যামন মাছ ঃ আমাদের দেশে এখন যে কোনও বড় দোকানে টিনজাত স্যামন মাছ পাওয়া যায়। আধা টিন স্যামন মাছে থাকে প্রায় ২৩২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

ট্যারশ ঃ এক কাপ পরিমাণ ট্যারশে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ফাইবারযুক্ত খাবারের দারুণ একটি উৎস হলো এই সবজি।

কাজুবাদাম ঃ এক আউন্স পরিমাণ কাজুবাদামে থাকে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া সারাদিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ১২ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে এই বাদাম। তাছাড়া কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই এবং পটাশিয়াম। এছাড়া লালশাক, কচুশাক, পালংশাক ইত্যাদি শাকেও প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। কাঁচকলা, বিট, কচু, কচুরমুখী, মিষ্টিআলু, ওল, ধনেপাতা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটি ইত্যাদি সবজিতেও পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। পেয়ারা, তরমুজ, জলপাই, আতা, আঙুর, জাম ইত্যাদি মৌসুমি ফল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায়ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপেল--- আপেল রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের কোলেস্টেরল কমায় ও রক্তনালীতে প্লাক জমার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১টি আপেল রক্তনালির শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রকলি--- ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালী নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

ব্রকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি--- দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালিতে প্লাক জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। তৈলাক্ত মাছ--- তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্ত ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিসী--- তিসী বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালির প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সে সাথে রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করে। গ্রিন টি--- গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাচেটিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিদিনের চা কফির পরিবর্তে গ্রিন টি পান করলে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত হয়। কমলার রস --- গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন ২ কাপ পরিমাণে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কমলার রস পান করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এবং কমলার রসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালির সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে ফলে রক্তনালি ড্যামেজ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে

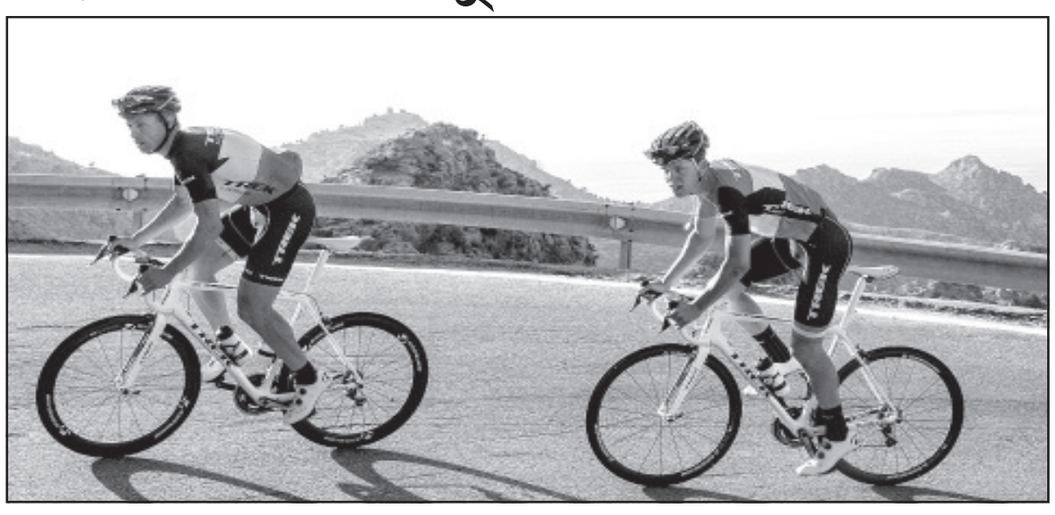

দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইলে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝঁকি কমাতে চাইলে সাইকেল চালান। কারণ, এতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমবে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব গ্লাসগোর বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত কর্মক্ষেত্র সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর গবেষণা করে গবেষকরা দেখেন, যারা নিয়মিত সাইকেল চালান তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়। তাছালা এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে ৪১ শতাংশ। গবেষণায় আরো যে বিষয়টি ওঠে এসেছে, তা হল কর্মক্ষেত্র যাওয়ার জন্য গণপরিবহন কিংবা গাড়ির ওপর নির্ভর না করে যারা হাঁটেন তারাও এসব রোগ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশি সহায়ক হয়। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো দুই প্রক্রিয়ার উপকার সমান নয় কেন? এর ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ কম পথ হাঁটেন। হেঁটে মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সাইকেল চালালে সপ্তাহে ৩০ মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাইকেল চালিয়ে যতবেশি পথ অতিক্রম করা যাবে স্বাস্থ্য উপকারিতা ততই বেশি হবে। যারা সাইকেলও চালান আর গণপরিবহনেও যাতায়াত করেন তারাও স্বাস্থ্য উপকারিতা পান বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে হাঁটার চেয়ে সাইকেল চালানোর উপকারিতা বেশি বলেই মত গবেষকদের। কারণ, সাইকেল হাঁটার চেয়ে বেশি ব্যায়াম হয় এবং বেশি সময় ধরে তা হয়।

বিপজ্জনক দশটি ভাইরাসের কথা

এবোলা ভাইরাসের কথা শুনে আপনার মনে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নয়। এমনকি এইচআইভিও নয়। তাহলে সবচাইতে বিপজ্জনক ভাইরাস কোনটি?

মারবুর্গ ভাইরাস--- পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানির লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ হলেও এই শহরের সঙ্গে সেটির আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলোর মতই, তবে এতে আক্রান্তের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

এবোলো— এবোলো ভাইরাসের পাঁচটি ধরন রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, জাইরি, সুদান, তাই ফরেস্ট, বুন্ডিবিগিয়ো এবং রোস্টান। বর্তমানে গিনিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মহামারী ছড়াচ্ছে। আর এটিই এবোলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংস্করণ, যাতে মৃত্যুর শঙ্কা ৯০ শতাংশ।

হেন্টাভাইরাস— হেন্টা ভাইরাস বলতে অনেক ধরনের ভাইরাসকে বোঝানো যায়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় হেন্টা নদীর তীরে অবস্থানকালে মার্কিন সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এতে আক্রান্তের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বর এবং কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া।

বার্ড ফ্লু— বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতই আতঙ্ক তৈরি করছে। এটা যৌক্তিকও কেননা এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ। তবে এতে সংক্রমণ সহজ নয়।

শুধুমাত্র হাস মুরগির সংস্পর্শে গেলে এতে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এশিয়াতে এই ভাইরাস সংক্রমণের হার বেশি। কারণ সে অঞ্চলের অনেক মানুষ মুরগির খুব কাছে বসবাস করেন।

লাসা ভাইরাস— নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

জুনিন --- আজেন্টিনার হেমোরেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জুনিন ভাইরাস। সমস্যা হচ্ছে এটির লক্ষণ অনেক রোগের লক্ষণের মতো হওয়ায় শুরুতেই এটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাসন ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাস টিক পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

মাচুপো ভাইরাস— বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসেবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত। জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস— ভারতের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী বনভূমিতে প্রথম কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস বা কেএফডি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। সেটা ১৯৫৫ সালের কথা। এই ভাইরাস টিকের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তবে ঠিক কারা এটা বহন করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

ধারণা করাহয় ইঁদুর, পাখি এবং বন্য শুকর কেএফডি ভাইরাস বহন করে থাকতে পারে। ডেঙ্গু— ডেঙ্গু জ্বর এক নিয়মিত হুমকি। তাই আপনি মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করলে, ডেঙ্গু সম্পর্কে আগে খোঁজ নিয়ে নিন। মশাবাহিত এই ভাইরাসে প্রতিবছর পর্যটনের জন্য বিখ্যাত থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশে সব মিলিয়ে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হন। তবে পর্যটকদের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই ভাইরাস বড় হুমকি।

মনের মানসিক চাপ থেকে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়

পড়াশোনার চাপ, কাজের চাপ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপ— এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে স্ট্রেস। এটা শুধু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না, বরং আমাদের শরীরের ওপরেও রয়েছে এর অনেক রকমের বিরূপ প্রভাব। অল্প কিছু স্ট্রেস আমাদের জন্য ভালো হল্যে এই স্ট্রেস যখন দীর্ঘস্থায়ী এবং নিয়মিত একটা ব্যাপারে পরিণত হয় তখনই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব বেশি স্ট্রেসে থাকা অবস্থায় যখন আমাদের অকারণেই বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা যায় তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করি আমরা। কিন্তু এসব অসুস্থতার পেছনে দায়ী একজনই, আর সে হল দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস। দেখুন এই স্ট্রেস আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমায়— প্রচন্ড স্ট্রেসে থাকলে আপনার শরীরে কর্টিসল নামের একটা হরমোন বেড়ে যায়। এই কর্টিসল বাড়লে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শরীরে স্ট্রেস তৈরি হয় এবং স্ট্রেসের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষকরা দেখেন, ভারী ব্যায়ামের ফলেও শরীরে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ে এবং থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল যে কোনো কা অতিরিক্ত পরিমাণে করতে গেলে তা থেকে শরীর স্ট্রেসে পড়বে এবং ক্ষতি হবে, সেটা ভারী ব্যায়ামই হোক আর অতিরিক্ত কাজের চাপই হোক। নারীদের মাসিক হবার সময়ে কিছু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন।

পিএমএস এর লক্ষণের মাঝে রয়েছে বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অকারণে বিরক্ত হবার প্রবণতা, পেট ব্যথা, শরীরে জল আসা ইত্যাদি। এই অস্বিস্তকর উপসর্গগুলো বাড়ায় স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এবং মাসিকের হরমোন প্রোজেস্টেরান শরীরের ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে প্রোজেস্টেরোন নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। ফলে এ সময়ে পিএমএস বেশি হয়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো মাস জুড়েই স্ট্রেসের পরিমাণ কম রাখতে চেষ্টা করুন। বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা— মধ্যবয়সী মানুষের কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি হয় বেশি, আর এই স্ট্রেসের ফলে তারা খুব সহজেই বুড়িয়ে যান। ফিনল্যান্ডের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, এ সময়ে স্ট্রেসের পরিমাণ যত বেশি হয়, পরবর্তীতে তাদের চলনশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি দেখা যায়। কর্টিসলের পরিমাণ বেশি হলে নিজেকে মনে হয় অনেক বেশি মোটা, দুর্বল, এবং বুড়ো। কম বয়সেই স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে রাখার উপদেশ দেন ডাক্তাররা, তাহলে পরবর্তীতে কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি কম হয়। এর বেশ ভালো একটি প্রতিকার হতে পারে ধ্যান বা মেডিটেশন।

বাড়ায় পেটের চর্বি— ৩৫ বছর ব্যাপী এই সুইডিশ গবেষণায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের ওপরে স্ট্রেসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এসব মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে শরীরে ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া কমে যায় ফলে ইনসুলিন বাড়ে। এতে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। এক সূত্রে জানা যায়, এক দল মহিলার ওপরে ১৫ বছর ধরে করা এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, যেসব মহিলা বেশি বেশি রাগ, উত্তেজনা বা স্ট্রেসে থাকেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্ক সংকুচিত করে ফেলে স্ট্রেস অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এমন ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোকে ছোট করে আনে স্ট্রেস। ফলে পরবর্তীতে বেশ মারাত্মক মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ওপরে প্রভাব ফেলে--- শুধু আমাদের ওপরেই নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপরেও স্ট্রেসের প্রভাব পড়তে পারে। আমাদের জিনের মাঝে এই স্ট্রেসের চিহ্ন থেকে যায়।

ফলে তাদের জীবনেও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাও। রোগের প্রকোপ বাড়ায়— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ট্রেস। এটা একদিক দিয়ে যেমন ঠান্ডা জ্বরের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাড়ায় আর্থ্রাইটিস বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। স্ট্রেস থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোক, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রেসের ফলে।

মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অভিনব বিসর্জন জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার এক অভিনব বিসর্জনের সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি শহর। মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিসর্জন হল 'বড় মা'-র। হোসপাইপ দিয়ে জল দিয়ে দুর্গাকে বিসর্জন দিলেন দমকলকর্মীরা।

এবার জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় উচ্চতা বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে পুজো করেছে জলপাইগুড়ি মুহুরি পাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি। কিন্তু পুজো শেষে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি দুর্গাপুজো কমিটি। অবশেষে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে হল বিসর্জন। দমকল দফতরের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে রবিবার সকালে দুর্গা প্রতিমাকে হোসপাইপের মাধ্যমে জল দিয়ে গলিয়ে প্রতিমা বিসর্জন করলেন জলপাইগুড়ি দমকল বাহিনির কর্মীরা। অভিনব কায়দায় এই বিসর্জন দেখতে ক্লাব প্রাঙ্গনে উপচে পড়ে ভিড়।

এবার জলপাইগুড়ির এই পুজো ৭০ তম বর্ষে পা দিয়েছে। ৩০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ছিল মুহুরি পাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। এটিই এবার জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বড় মাপের দুর্গা প্রতিমা। তাই এই ক্লাবে এবারের থিম ছিলো "বড় মা"। এদিকে পুজো শেষ হওয়ার পর প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে গিয়ে বিপাকে পড়েন পুজো উদ্যোক্তারা। এরপর তারা দমকল দফতরের দারস্থ হন। দমকল দফতর না করে দিলে তারা তৃণমুলের জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ এবং তৃণমূলের জলপাইগুড়ি প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে যান। এর পর এই দুই নেতা যোগাযোগ করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বোসের সঙ্গে। এর পর সুজিত বোসের বিশেষ অনুমতিতে এই ব্যবস্থা হয়। তার পরেই এভাবে হল বিসর্জন।

এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম সুশান্ত সেনের কথায়, প্রতিবার আমরা নতুন নতুন থিম নিয়ে পুজো করি। প্রচুর মানুষ আসেন। এবারে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে ঘাটে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। তাই দমকল কর্মীরা এসে এইভাবে বিসর্জন দিলেন। ক্লাবের সম্পাদক উত্তম বোস জানান, "এত বড় মাপের প্রতিমা বানিয়ে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এই শহরে না থাকায় বিসর্জন দিতে গিয়ে সত্যিই আমরা বিপাকে পড়ে যাই। এক বার ভাবা হয়েছিল প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে গিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এতে আপত্তি ওঠে। এর পর আমরা দমকল কেন্দ্রে যোগাযোগ করলে তারা আমাদের জানিয়ে দেন এই কাজ তাদের প্রোটোকলে নেই।"

উত্তমবাবুর কথায়, "পরে আমরা তৃণমূলের বর্তমান ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা দু'জনেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে দমকল মন্ত্রী সুজিত বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুজিতবাবু সবকিছু শুনে তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা করে দেন। আমরা মন্ত্রীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কারণ, উনি এই উদ্যোগ না নিলে দেবীকে খণ্ড বিখণ্ড করে বিসর্জন দিতে হত।"কিন্তু এর মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, বিসর্জনের বিষয়টি না ভেবে কেন এত বড় প্রতিমা তৈরি করালেন উদ্যোক্তারা?

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান কামাল। রোববার দুপুরে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা সুনিশ্চিত এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য; আমাদের একটি সম্প্রতির দেশ সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশের মানুষ ধর্মভীরু কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। যে কাজটি ঘটিয়েছে কোনো ধর্মাবলম্বি মানুষ এটি করতে পারে না। কারণ সবাই ধর্মভীরু, যার যার ধর্ম সে সে পালন করে। কাজেই আমরা মনে করি, এটি যে-ই করেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেছেন। কারো ইন্ধনে করেছেন। একটা স্থিতিশীল পরিস্থিতিকে বিনষ্ট করার জন্য করেছেন। আমরা সব কিছুকেই তদন্তের মাধ্যমে উদঘাটন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করবো যাতে করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনাশ করার প্রয়াস যেন আর কেউ না করে। তিনি বলেন, আমরা অনেক কিছুই দেখছি, অনেক কিছু অনুমান করছি। এগুলো প্রমাণের অপেক্ষায় আছি। প্রমাণ পেলেই তুলে ধরা হবে। কুমিল্লার ঘটনার পরপরই আমাদের চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জে যে ঘটনাটি ঘটেছে, আমাদের কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশ আহত হয়েছেন। এ ঘটনা বাধা দেওয়ার জন্য বেগ পেতে হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে। কাল রাতে ফেনীতে, কক্সবাজারে হয়েছে। এই সবগুলোই ছিল ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু প্রাণহানি হয়েছে হাজিগঞ্জে। আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকেরই অভাব নেই। দেশের বাইরে থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ছে কি না তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে। ফেসবুকে অনেক কথা শোনা গেছে, সবগুলো আমলে নিয়ে বিশ্লেষণ করে জানানো হবে। কুমিল্লার ঘটনায় আমরা সন্দেহভাজন ২-৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। আসলে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন শিগগির তাদের চিহ্নিত করে ফেলবো। আমরা আশা করছি, যেভাবে এগোচ্ছি, শিগগির তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবো।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কাল রাতের পরে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমাদের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। নোয়াখালীতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারপরও আমি মনে করি, চরম ধৈর্যের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী এটা মোকাবিলা করেছে। আমরা সব সময় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করি, সে জন্য আমরা মনে করছি, শান্তির পরিবেশ চলে এসেছে। আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা যে-ই করুক তারা সফল হবে না।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬২৪

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : সবেমাত্র মিটেছে দুর্গা পুজো। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে করোনা হানা। এরই মাঝে ৬০০ পেরোলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৬২৪ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬২৪ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৮০,৫৩০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮, ৯৭৭। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬৩৪। যার জেরে মোট করোনা জয়ীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৫৪,১৩২। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৩৩ শতাংশ।

জগৎ মুখার্জি পার্কে চলছে সিঁদুর খেলা

কলকাতা,১৭ অক্টোবর (হি. স.): গত বছরের ন্যায় চলতি বছরও করোনা আবহে হয় দুর্গা পুজো। যদিও বর্তমানে সময় উমাকে বিদায় জানানোর। রবিবার দ্বাদশী। দ্বাদশীর দিন জগৎ মুখার্জি পার্কে চলছে সিঁদুর খেলা।

প্রতিবছরই থিমে চমক রাখে জগৎ মুখার্জি পার্ক। বহু মানুষ ভিড় জমায় জগৎ মুখার্জি পার্কের ঠাকুর দেখতে। চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বহু মানুষ ভিড় জমায় সেখানে। যদিও এখন সময় দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর। আর তাই দ্বাদশীর দিন জগৎ মুখার্জি পার্কে মাকে বিদায় জানানোর আগে চলছে সিঁদুর খেলা। একেই রবিবার ছুটির দিন তাই এই দিনটাকে অনেকেই বিসর্জনের জন্য বেছে নিয়েছেন। আর তাই এদিন চলছে দেবীবরণ জগৎ মুখার্জি পার্কে। তার আগে বিদায়বেলায় চলছে উমাকে বরণ, সিঁদুর খেলার পালা। বরণ মুহূর্তে সকলেই দেবীর কাছে আবেদন জানান, 'সামনের বছর আবার এসো মা।

দৃষ্টি সরাতে সরকার হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে: অভিযোগ মির্জার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশের সংকট থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে সরাতে সরকার হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার দুপুরে নয়া পল্টনে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ তোলেন।

ফখরুল বলেন,ক্ষমতায় অবৈধভাবে টিকে থাকার জন্য এ দেশের যে অর্জনগুলো সেগুলো সমস্ত বিসর্জন দিয়েছে এবং তা ধ্বংস করে আজকে আওয়ামী লীগ এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। সরকার তার যে এজেন্টদের দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম তার থেকে দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সংকটগুলো রয়েছে দেশে দ্রব্যমূল্য, মানুষের নিরাপত্তার অভাব সব দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চেষ্টা করছে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, যারা মন্দিরে হামলা করেছে তাদের পেছনেও সরকারের মদদ আছে। কুমিল্লার ওসিকে এখনো কেন বরখাস্ত করা হয়নি? সরকার এখন গোয়েন্দা-আমলা নির্ভর, সরকার জনগণ নির্ভর না সেই কারণেই আছে। জনগণ বিশ্বাস করছে এটা সরকারের কাণ্ড। রাজনৈতিক কারণে আজ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা এই সরকারের আছে।

চূড়াচাঁদপুরে শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত শতাধিক শিশু ভরতি হাসপাতালে

চূড়াচাঁদপুর (মণিপুর), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের চূড়াচাঁদ জেলায় শতাধিক শিশু শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের হাসাপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু করেছেন ডাক্তাররা। হাসপাতাল সূত্রের খবর, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তাদের জ্বরের উপসর্গও রয়েছে।

চূড়াচাঁদ জেলা সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানা গেছে, গত কয়েকদিনে প্রতিদিন প্রায় ১০ জন করে আজ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিশুকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তবে চিকিৎসার পর রোগের কিছুটা উপশম হলে এখন পর্যন্ত ৬০ জন রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রোগীদের সকলেই দু-মাস থেকে তিন বছর বয়সি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, তাদের মধ্যে মাত্র দু-মাস এবং দু-বছরের দুই শিশুরোগীর শর্রীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাসের সাবটাইপ এইচি-৩-এন-২ (ছত৩ঞ্জ২)-এরও এক রোগী শনাক্ত হয়েছে। সব রোগীর ইনফ্লুয়েঞ্জার নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্য ৩৫টি শিশুর নমুনা নেগেটিভ বলে রিপোর্ট এসেছে। বাকিদের রিপোর্ট এখনও আসেনি। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা সম্ভবত ঋতু (সিজন) পরিবর্তনের জন্য হচ্ছে। ঋতু পরিবর্তনের সময় সাধারণত শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়।

কর্তৃপক্ষ জানান, মাত্র ৩৩ শয্যার জেলা হাসপাতালে বর্তমানে ৪০ জন শিশুরোগী রয়েছে। তাদের মধ্যে অর্ধেক রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা রয়েছে। পর্যাপ্ত শয্যার অভাবে অক্সিজেনের প্রয়োজন এমন সাত শিশুরোগীকে হাসপাতালের করিডোরে রাখতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন বলেও জানান সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সুরুচি সংঘে চলছে উমার বরন

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : শহরবাসী সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে দূর্গা পুজোর জন্য। কিন্তু পুজো আসতে আসতে তা শেষ। বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে উমার বিসর্জন। যদিও রবিবার দ্বাদশীর দিন সুরুচি সংঘের প্রতিমা বিসর্জনের পালা। বিসর্জনের আগে সেখানে জোর কদমে চলছে উমার বরন।

কলকাতার পুজো মানেই থিমের চমক। আর থিমের চমকে জুড়ি মেলা ভার সুরুচি সংঘের। চলতি বছর সুরুচি সংঘের থিম ছিল """ আবদার """। সুন্দর একটি জামা কাপড়ের বাজারের আঙ্গিকে গড়ে তোলা হয়েছে এবারের মন্ডপ। রবিবার সেই প্রতিমা বিসর্জনের পালা। বিসর্জন কালে সুরুচি সঙ্ঘের পুজোয় ঢাক বাজান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাশাপশি এদিন সুরুচি সংঘে উমাকে বিদায় জানানোর আগে চলছে বরন।

পায়েল নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে অবস্থান বিক্ষোভ মেয়ো রোডে

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : জট কেটেও যেনও কাটছে না। ছুটির দিনে ফের অবস্থান বিক্ষোভে সামিল এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা। রবিবার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে অবস্থান বিক্ষোভ মেয়ো রোডে। গত কয়েকদিন ধরেই একাধিক দাবি নিয়ে পথে নামছে এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা। কিন্তু কিছুতেই সমাধান হচ্ছে না সমস্যার। এরই মাঝে এদিন মেয়ো রোডে এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থানে সামিল হয় এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা।

দ্বাদশীতেই বৃষ্টিতে ভিজল শহর

কলকাতা,১৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। বেলে বাড়তেই নামে বৃষ্টি। দ্বাদশীতেই এক পশলা বৃষ্টির ভিজল তিলোত্তমা।

আবহাওয়া দফতর আগেই জানান দেয়, রবিবার কলকাতা ও তার আশে পাশের এলাকায় হতে পারে বৃষ্টিপাত। সেই মতোই এদিন হয় বৃষ্টি। অপরদিকে আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে নিম্নচাপ সরে গিয়ে উত্তর তেলেঙ্গানা সংলগ্ন অঞ্চলে। এই নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বাতাস প্রবেশ করছে। প্রথমে এই বাতাস দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবেশ করবে।তারপরে উত্তর বঙ্গের উপর দিয়ে যাবে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও সকাল থেকে আগামী কুড়ি তারিখ পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপশি উপকূল লাগোয়া কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুরের দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আরজিকরে বিক্ষোভ অব্যাহত

কলকাতা,১৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবারও বিক্ষোভ অব্যাহত আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

গত কয়েকদিন ধরেই আরজিকর হাসপাতালে চলছে হবু চিকিৎসকদের বিক্ষোভ। অনেকগুলো দিন কেটে গেলেও উন্নতি হয়নি পরিস্থিতির। একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ চলছে বহুদিন ধরেই। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চারন করে শুরু হয় বিক্ষোভ। রবিবারও সেই বিক্ষোভ অব্যাহত। যার জেরে ফেরানো হচ্ছে একের পর এক রোগীকে। বিক্ষোভরত হবু চিকিৎসকদের সমস্যা মেটাতে এদিন বৈঠকে বসে স্বাস্থ্যভবনের সদস্যরা। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের পরও মেলে না সমাধান সূত্র। নিজেদের আন্দোলন জারি রেখেছে বিক্ষোভকারীরা।

কাতি বিহু-র শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : শুভ 'কাতি বিহু' (কার্তিক সংক্রান্তি)-র প্রাক্কালে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, অসম একটি কৃষিভিত্তিক রাজ্য। তাই এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে শস্য-শ্যামলা খেত সোনায় ভরপুর হয়ে রাজ্যের কৃষককুলের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্যম সৃষ্টি করবে। বার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি বলেন, বিহু হল অসমের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাতি বিহু উদযাপন ফসলকে পরিপুষ্ট এবং পোকামাকড় থেকে মুক্ত করতে পরিচালিত করে। তিনি যোগ করেন, কাতি বিহুর প্রদীপের আলো আমাদের সমাজ থেকে অপশক্তি, বিভেদের অন্ধকার দূর করে নিয়ে আসবে সম্প্রীতির বন্ধন।

অসমবাসীকে কাতি বিহু-র শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : শুভ 'কাতি বিহু' (কার্তিক সংক্রান্তি)-র মহাক্ষণে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাতি বিহুর প্রদীপের আলো আমাদের সমাজ থেকে অপশক্তি, অশান্তি দূর করে সমাজকে আলোর পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়। বিভেদের অন্ধকার দূর করে নিয়ে আসবে সম্প্রীতির বন্ধন। কৃষিভিত্তিক এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শস্য-শ্যামলা খেতগুলি সোনায় ভরপুর হয়ে রাজ্যের কৃষককুলের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্যম আনবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া বিহু পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান শান্তি-সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের পরম্পরা আরও অধিক সুদৃঢ় হবে বলেও আশা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বৃহত্তর অসমিয়া জাতির সাংস্কৃতিক জীবনধারায় উজ্জীবিতকারী এই কাতি বিহু উদযাপনের মাধ্যমে রাজ্যের বিকাশ ও উত্তরণ যাত্রায় অগ্রসর হতে প্রেরণা যোগাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

স্বামী ও সতীনের অত্যাচার থেকে 'বাঁচতে' তিন সন্তান নিয়ে ঝাঁপ বধূর

ফরাক্কা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : রবিবার দুপুরে তিন সন্তান নিয়ে আন্ধুয়ায় ফিডার ক্যানালে ঝাঁপ দেন রিনা বিবি নামে এক বধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ফরাক্কায়। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশ।

তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার হয় রিনা ও তাঁর দুই সন্তান। তবে হদিশ মেলেনি তাঁর পাঁচবছরের আরেক সন্তানের। অভিযোগ, স্বামী ও সতীনের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় তিন সন্তানকে নিয়ে ফিডার ক্যানালে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মহিলা। জানা গিয়েছে, রিনা বিবির স্বামী সইদুর রহমান। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের তিনপাকুড়িয়ার বাবুপুরে থাকতেন ওই দম্পতি। অভিযোগ, সইদুর কোনও দিন কাজকর্ম বিশেষ করতেন না। রিনাই বিড়ি বেঁধে সংসার চালাতেন। এদিকে স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গেও বনিবনা ছিল না রিনার। প্রায়ই অশান্তি হত ওই দম্পতির মধ্যে। সইদুর ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী একজোট হয়ে মারধর করতেন রিনাকে। উদ্ধারের পরই মহিলা ও তাঁর সন্তানদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বর্তমানে সেখানেই রয়েছেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাংসারিক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতেই সন্তানের নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন রিনা। কিন্তু বরাত জোরে প্রাণ বেঁচেছে তাঁর। এখন নিখোঁজ সন্তানের চিন্তা গ্রাস করেছে রিনাকে।

খেলার মাঠে প্রোমোটিং হলে কব্জি কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি মদন মিত্রর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : খেলার মাঠে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি যৌথভাবে প্রোমোটিং করার চেষ্টা করছে। এই অভিযোগ তুলে ফেসবুক লাইভে সরব কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি, 'মেঘনার মাঠে প্রোমোটিং করলে কব্জি কেটে নেব'। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে রবিবার কামারহাটির বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলেন মদন মিত্র। সেই সময়ই প্রোমোটিংয়ের কথা তাঁর কানে আসে। এরপরই ফেসবুকে লাইভ করে তিনি বলেন, 'মেঘনার মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে। কিছু প্রোমোটার এই খেলার মাঠে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করতে চাইছে। মেঘনার মাঠের দিকে যে হাত বাড়াবে তার কব্জি কেটে দেব। আমি মদন মিত্র বলছি। আমি কামারহাটিতে বোমাবাজি বন্ধ করেছি। এরা তো চুনোপুঁটি।' এই বিষয়ে সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থ ভৌমিক। যদিও কামারহাটি পুরসভা সূত্রে খবর, মেঘনা মাঠে এরকম কোনও প্রোমোটিংয়ের খবর তাদের কাছে নেই।

কামারহাটি পুরসভা থেকে প্রোমোটিংয়ের বিষয়টি অস্বীকার করা হলে তারপর ফের আর একটি ফেসবুক লাইভ করেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, 'আমি পাঞ্জা কেটে নেব কথাটা রাগের বশে উত্তেজিত হয়ে বলেছি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি। কিন্তু, পার্থ ভৌমিক যেটা জানেন না সেটা হল এখানে এত বড় বড় রাঘব বোয়ালেরা রয়েছে। যা নৈহাটি বা হালিশহরে নেই। ভাটপাড়ার রাঘব বোয়ালরা আরিয়াদহের রাঘব বোয়ালদের কাছে বাচ্চা।'

আইএসএফ নেতা আব্বাস সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের দাবি রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওবার্তায় দেখা গিয়েছে, আইএসএফ নেতা আব্বাস সিদ্দিকী তীব্র আক্রমণাত্মক এবং সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখছে। এর প্রেক্ষিতে রবিবার তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানালেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা।

একটি ভিডিয়োতে আব্বাস সিদ্দিকীকে বলতে শোনা গিয়েছে, "মূর্তির ওপর কোরান পাওয়া গেছে বলে মা দুর্গার প্রতিমা ভাঙা গুন্ডাদের যারা ধর্মরক্ষাকারী বলে লাফাচ্ছে, কোন মসজিদে বেদ বা গীতার কপি পাওয়া গেলে কি কি করা ন্যায্য তারা মনে করে? যারা মসজিদ ভাঙাকে ধর্মরক্ষা বলে, তাদের সাথে তো কোন পার্থক্য নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বলতে শেখো এবং সেটা মন থেকে মানতে শেখো। সব মানুষের মাটিতে কোন মানুষের ধর্মবিশ্বাস বিশেষ না আর যে মাটিতে কোন মানুষের ধর্মবিশ্বাস বিশেষ, সে মাটি সব মানুষের না। সে মাটি অমানুষের।"

রাহুলবাবু একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "আব্বাস সিদ্দিকী যে ভাষায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে আগুন ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, যেভাবে মুস্লিম মঞ্চকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, তা অত্যন্ত সমাজ-বহির্ভূত ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আমি মনে করি। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বিবৃতি বদলে একটি লিখিত বিবৃতি দিলেও একটি ক্যাসেটে যেভাবে বাংলাদেশে কোরানকে অবমাননার মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন, তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাঝে আগুন ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি জানাচ্ছি।"

এদিকে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আব্বাস সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে বাংলা পক্ষ। রীতিমতো তাদের চিঠি গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপি, ডিজিপি'র কাছে। বাংলা পক্ষ জানিয়েছে, "দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরী হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে সুরক্ষিত আছে। এখানকার বাঙালি নিজেদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে ধর্ম নির্বিশেষে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিষয়কে টেনে এনে এই বাংলার মাটিকেও অশান্ত করার অপচেষ্টা হচ্ছে। বাঙালি বিরোধী বহিরাগত অপশক্তি যারা ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালিকে ভাগ করতে চায়, তারা এইসব উস্কানির মদতদাতা।"

রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য 'বোঝা' হয়ে দাঁড়িয়েছে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর।। জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের জন্য 'বোঝা' হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত অ্যান জিরার্ডভ্যান লিউয়েন দেখা করতে গেলে তার সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোই যে এই সঙ্কটের সমাধান, তা ডাচ রাষ্ট্রদূত স্বীকার করেন। বৈঠকে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিন বছর হয়ে গেছে। এরা (রোহিঙ্গা) এখন আমাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জন্য আমাদের কক্সবাজারের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমাদের কিছু বনজ সম্পদও নষ্ট হয়েছে।প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের বিষয়েও শেখ হাসিনা বলেন, এই সমস্যাগুলো আমাদের উপর অনেক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে। ডাচ রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধৃত করে প্রেস সচিব বলেন, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা, এনজিও কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনই এই সঙ্কটের একমাত্র সমাধান বলে সবাই মনে করেন।ডাচ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনায় বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ব-দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার দেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নে নেদারল্যান্ডের অবদান এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়নে দেশটির সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা।

নিজের নেদারল্যান্ড সফরের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, নেদারল্যান্ডে কৃষির সংরক্ষণে গ্রিন হাউজ প্রকল্প দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। বাংলাদেশও একটি কৃষিভিত্তিক দেশ এবং তার সরকার কৃষির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়। বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে এর 'স্থপতি' হিসেবে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। অ্যান জিরার্ডভ্যান লিউয়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বলে প্রেস সচিব জানান।

শিলচর রেলস্টেশনে অসমিয়া ভাষায় সরকারি পোস্টার, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শিলচর (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সম্প্রতি অসমিয়া ভাষায় লিখিত একটি সরকারি প্রকল্পের পোস্টার লাগানো নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক যুব ফ্রন্ট (বিডিওয়াইএফ) এবং সারা বাঙালি ছাত্র যুব সংস্থা (এবসো)-র সদস্যরা। আজ রবিবার শিলচর রেলস্টেশন চত্বরে জমায়েত হয়ে উভয় সংগঠনের পদাধিকারী ও সদস্যরা প্রথমে অসমিয়া ভাষায় লিখিত সরকারি পোস্টারটি কালো কালি দিয়ে মুছে দেন। এর পর তাদের প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর।

বিক্ষোভ স্থলে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যুবফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্ণব গুপ্ত বলেন, একাদশ শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৬১ সালে ত্রিভাষা সূত্র সরকারি ভাবে গৃহীত হয় যে তাতে স্পষ্টই সরকারি কাজকর্মে ও প্রচার ইত্যাদিতে বরাকে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই ব্যাপারটি বর্তমান সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তার পরও সরকারি তরফে বার বার এখানে অসমিয়া ভাষায় পোস্টার ইত্যাদি লাগানো মোটেই ভুলবশত নয়। এর পেছনে কু-উদ্দেশ্য রয়েছে। কল্লার্ণব বলেন, দিশপুরের কর্তাব্যক্তিরা এভাবে পেছন দিক দিয়ে বরাককে গোয়ালপাড়া বানাতে চাইছেন।

প্রসঙ্গক্রমে কল্লার্ণব বলেন, কিছুদিন আগে বিজেপি বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশী বরাকে এসে প্রাথমিক স্তরে অসমিয়া বাধ্যতামূলক করার যে কথা বলেছেন সে সবও একই পরিকল্পনার অঙ্গ। কল্লার্ণব বলেন, সরকার দিশপুরের কর্তাদের তরফে এভাবে জোর করে অসমিয়াকরণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, বরাকের জনগণ তাই বাধ্য হয়ে ভাষার প্রশ্নে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠেছেন। তিনি আরও বলেন, ভেতরে ভেতরে এ সব অপচেষ্টা আর প্রকাশ্যে দুর্গাপূজায় এসে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরাঘুরি করলে কখনও বরাকের বাঙালিদের হৃদয় জয় করা যাবে না। কল্লার্ণব বলেন, এই উপত্যকায় অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পরও স্নায়ুরোগ বা হৃদরোগের কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এজন্য অসংখ্য লোককে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে হয়েছে, কত রোগী শিলং বা গুয়াহাটিতে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

মহাসড়কের কাজ ঝুলে আছে। মাল্টি-মডেল লজিস্টিক পার্কের জন্য জমির বন্দোবস্ত হয়নি আজ পর্যন্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইতিমধ্যেই নতুন অনেকগুলো মেডিক্যাল কলেজের কাজ শুরু হয়ে গেছে। অথচ করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজের কাজের কোনও অগ্রগতি নেই। ২০২১-এ দাঁড়িয়ে এ সব জাতিবিদ্বেষের মতো সংকীর্ণ চিন্তা বাদ দিয়ে সরকারকে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাতে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারও হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে বরাকে এভাবে পেছন থেকে অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলে তার ফল মোটেই ভালো হবে না। এ সব কিছুতেই মানা হবেনা এবং এ সবের প্রতিরোধে সর্বাত্মক আন্দোলনে নামবে বিডিএফ-এর যুবফ্রন্ট।

ছাত্র সংস্থা এবসো-র কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি রাজু দেব বলেন, যে রেলস্টেশন চত্বর একাদশ শহিদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেখানে ভাষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এইসব অবিবেচক কাজ ধিক্কারযোগ্য। তিনি বলেন, এ সব অবিলম্বে বন্ধ না হলে আবার ১৯৬১ সালের আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। উভয় সংগঠনের সদস্যরা এদিন বরাকের জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, যে কোনও স্থানে অসমিয়া ভাষায় পোস্টার নজরে পড়লে একইভাবে নিজের উদ্যোগে তা নষ্ট করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে বিডিএফ যুবফ্রন্টের পক্ষ থেকে দেবায়ন দেব, দেবরাজ দাসগুপ্ত, হৃষীকেশ দে, জয়দীপ ভট্টাচার্য এবং এবসো-র অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি অজিত দাস, রাজু দেব, রাজীব দাস, মিঠু দাস, সমর দাস, টিপুল দাস, হারাধন দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়াল

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ১৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশ সরকার ভারতের ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়িয়ে ২০২৬ সাল পর্যন্ত করেছে।রোববার বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ ১০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১৬০ মেগাওয়াট করা হয়েছে।

সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বলেন, বিদ্যুৎ আমদানিতে সরকারের সাশ্রয় হবে ৭০৬ কোটি টাকা বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ৯ মার্চ সিসিজিপি সভার অনুমোদনক্রমে এনপিসিসি বিদ্যুৎ ভেন্ডার নিগাম লিমিটেড (এনভিভিএন) ত্রিপুরা, ভারত থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির ৫ বছরের চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের ১৬ মার্চ উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে এনভিভিএন বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ আরও ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশ করা মূল চুক্তির সব শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে ভারতের ত্রিপুরা থেকে ১৬০ (১৬০±০ শতাংশ ব্যান্ডে ১৯২) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির মেয়াদ ১৭ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য এনভিভিএন এর সঙ্গে ট্যারিফ প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা ৭.১৩৮৫২ টাকা হিসেবে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫ বছরে প্রায় ৪ হাজার ১৮৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে সভায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৬০ মেগাওয়াট গ্যাস বা এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। যদি গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় পারকিলোওয়াট বিদ্যুতের মূল্য পড়বে ২.৯৪ টাকা এবং এলএনজি হলে ৫.৪৩ টাকা অর্থমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি-১৯৯৬ এর আওতায় বিল্ড, ওন অ্যান্ড অপারেট (বিওও) ভিত্তিতে আইপিপি হিসেবে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার মেঘনাঘাট, জামালদিতে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাস অথবা আরএলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য (১) মালয়েশিয়ার কনসোর্টিয়াম অব এডরা পাওয়ার হোল্ডিংস-এসডিএন বিএইচডি এবং (২) বাংলাদেশের ইউনিইভিশন পাওয়ার লিমিটেড কর্তৃক অযাচিত প্রস্তাব দাখিল করে। বিউবো এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে রেস্পন্সিভ কোম্পানির সঙ্গে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশ করা রেসপনসিভ দরদাতা প্রতিষ্ঠান দুটির সঙ্গে ২২ বছর মেয়াদে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাস অথবা আরএলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।"

তৃণমূলে সমাজবিরোধীরা জায়গা করে নিচ্ছে জালনোট পাচারকাণ্ডে কৃষ্ণেন্দুর মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া

মালদা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : জালনোট পাচারকাণ্ডে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শনিবার, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কুম্ভিরা দৌলতপুরের কাছে একটি বিরাট জালনোট পাচারচক্র খুঁজে পায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। গোপনে অভিযান চালাতে গিয়ে পাচারকারীদের হামলার মুখে পড়েন পুলিশ কর্মীরা। হাঁসুয়া দিয়ে কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম হন ফাঁড়ি ইনচার্জ-সহ ২ পুলিশ কর্মী ও ২ সিভিক ভলেন্টিয়ার।

পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনায় রবিবার কৃষ্ণেন্দুবাবুর কার্যত দলবিরুদ্ধ স্বর। তাঁর সাফ দাবি, তৃণমূলে সমাজবিরোধীরা জায়গা করে নিচ্ছে বলেই এই বিপত্তি। তিনি বলেন, "তৃণমূলে এখন যত সমাজবিরোধীরা জায়গা করে নিচ্ছে। পিঠ বাঁচাতে তাঁরা তৃণমূলে আসছেন। দলের ক্ষতি করছেন। এদের সমূলে উৎপাটন করা উচিত। কঠোর শাস্তির প্রয়োজন।"

বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে থেকেছেন তৃণমূলের এই নেতা। এ বার ফের তাঁর মন্তব্যে শাসকশিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসতে পারে বলেই অনুমান সংশ্লিষ্ট মহলের।

সূত্রের খবর, অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূল কর্মী। ধৃত ৫ জনের মধ্যে রয়েছেন এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা হবিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী সীমা বিবি। সীমা বিবি বখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। তবে ওই পাঁচজন বাদে বাকি অভিযুক্তরা সকলেই পলাতক। ঘটনায়, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, জাল কারবারিদের সঙ্গে শাসকদলের কোনও সম্পর্ক নেই। যদি, কেউ এইধরনের কোনও অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে, দোষীর উপযুক্ত শাস্তি হবে। কিন্তু, কৃষ্ণেন্দুবাবুর মন্তব্যে কার্যত বেশ অস্বস্তিতে শাসকদল।

এমনিতেই মালদায় বরাবর প্রকাশ্যে এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে একাধিকবার জড়িয়েছে নানা বিতর্ক। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে বেরিয়ে কৃষ্ণেন্দুবাবু দাবি করেন, মন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর কাছে অনেক মানুষ আসতে চাইতেন। কিন্তু, তাঁর কর্মীরাই সাধারণ মানুষকে আসতে দিতেন না। এমনকি, তিনি অফিসে থাকা সত্বেও তিনি নেই এমনটা শুনেই ফিরে যেতে হয়েছে অনেককে। তাঁর কর্মীদের এই রূঢ় আচরণের জন্য তিনি অনুতপ্ত।

সেখানেই বিতর্কের শেষ নয়, গত ফেব্রুয়ারি নাগাদ, আচমকাই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে রাজ্য প্রশাসন। কেন সেই প্রত্যাহার? কারণ জানা নেই বলেই দাবি করেন তৃণমূল নেতা। সূত্রের খবর, দলের সঙ্গে দূরত্ব ছিলই কৃষ্ণেন্দুবাবুর। এরপর দলীয় বিধায়কের বাড়িতে হামলার ঘটনাতেই কাঠগড়ায় তোলা হয় তাঁকে। ফলে সেই ফাটল ক্রমশ বেড়েছে। পঁচানব্বই সাল থেকে নিরাপত্তারক্ষী ছিল কৃষ্ণেন্দুর। পরে, মন্ত্রী হলে তাঁর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৬-তে নির্বাচনে পরাজিত হলেও তাঁর নিরাপত্তা বজায় ছিল। কিন্তু, আচমকা রাজ্য প্রশাসনের সিদ্ধান্তেই জেরে এই বদলকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠেছিল জল্পনা। যদিও, কৃষ্ণেন্দুবাবু জানিয়েছিলেন তিনি অন্য কোথাও যাবেন না। এবার ফের তাঁর মন্তব্যে অস্বস্তিতে শাসকদল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব :** ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৭৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৮৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৫৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৬৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৮১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৩৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩০৭২৩৩, ২৩৭১৬৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ অক্টোবর।। রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় সিপিএম বিলোনীয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ১০২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।প্রতিষ্ঠা দিবসে পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক।পতাকা উত্তোলনের পর শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পার্টির জেলা কমিটি সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত কমিটির সদস্য দীপংকর সেন শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, নারী নেত্রী জোৎস্না দাস, সহ পার্টির সর্বস্তরের সকল গণসংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। পার্টির পতাকা উদ্ধে তুলতে গিয়ে যারা বিভিন্ন সময় শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পার্টির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত। তিনি বলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন আরএসএসের কোন ধরনের ভূমিকা নেই , কেউ বলতে পারবে না কোন আরএসএস নেতা জেলে গিয়েছেন। উপরন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস এর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস তা সকলেরই জানা। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা দিয়ে বলেছিলো শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের তাদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাংগীণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা জনগণের পাশে থেকে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন।

বামুটিয়ার কালীবাজারে সাত দিনের ব্যবধানে পুনরায় চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। বামুটিয়ার কালীবাজারে সাত দিনের ব্যবধানে পুনরায় চুরি। শ্রীনিবাস দেবনাথের দোকানে হানা দেয় চোরেরা। বিভিন্ন সামগ্রী, নগদ অর্থ সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দোকান মালিক।

মোহনপুর এলাকাতে প্রতিদিন চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটি ঘটনা ক্ষেত্রেও চোরদের পাকড়াও করার সামর্থ্য হচ্ছেনা পুলিশের। প্রশ্ন উঠছে এত বড় পুলিশ বাহিনী রেখে দিনের আলো থেকে শুরু করে রাতের আঁধারে চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন একজন চোরকেও জালে তুলতে পারছে না পুলিশ। শ্রীনিবাস দেবনাথের দোকানে চুরির ঘটনা। দোকানের ছাদের উপর থাকা দরজা দিয়ে চোরেরা দোকানে প্রবেশ করে বিভিন্ন সামগ্রী ও নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যাওয়ার সময় ছাদ থেকে মাটিতে নামার জন্য একটি গামছা বেঁধে সিনেমার কায়দায় মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছে চোরেরা। এর প্রায় এক সপ্তাহ আগে কালিবাজারের দুটি দোকানে চোরির পাশাপাশি একটি সারের দোকানে ঢোকার চেষ্টা করেছিল চোরেরা। সেটার কোনো কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। প্রায় ১৫ দিন আগে লেম্বু ছড়া বাজারে দুটি দোকানে হয়েছে চুরি। এক্ষেত্র পুলিশের ব্যর্থতা এসেছে সামনে। প্রায় এক মাস আগে লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া বেড়ীমুড়া এলাকার রথখলায় এবং এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধী গ্রামের মধ্যপাড়ায় দিনদুপুরে বাড়ির লোক দের উপস্থিতিতে চোরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রও পুলিশ ব্যর্থতাই হাসিল করেছে। প্রশ্ন উঠছে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা রোধ করতে পুলিশ কেন সদর্থক ভূমিকা নিতে পারছে না।

তেলিয়ামুড়ায় আক্রান্ত মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ অক্টোবর।। বিজয়া দশমীর পরের দিন দৈনিকালীন অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে আক্রান্ত এক পরিবারের মা ও ছেলে প্রাণ বাঁচাতে সারারাত আশ্রয় নিল বাড়ির পাশের জঙ্গলে। এই ঘটনা ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর থানাধীন কমলনগর উত্তরপাড়া এলাকায়। সংবাদে জানা যায়, এই এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক পূর্ণ মজুমদার বন্ধুর নাম সুদীপ নামক সংস্থার একনিষ্ঠ সদস্য। তিনি রাজ্যের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামী হওয়ায় বর্তমান বিতর্কিত সময়ে বন্ধুর নাম সুদীপ নামক সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সে। এবং এই সংস্থার সমর্থক হওয়ার সুবাদে ওই এলাকার জনাকয়েক দুষ্কৃতিকারীর চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। তাই শনিবার রাতে প্রতিমা নিরঞ্জন শেষ করে স্থানীয় ক্লাবের একাংশ যুবক মদমত্ত অবস্থায় পূর্ণ মজুমদারের বাড়িতে ঢুকে বর্বরোচিত হামলা চালায়। পূর্ণ মজুমদার কে বাঁচাতে গিয়ে উনার মা মিলন মজুমদার গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ের কোমরে পিঠে কিল,ঘুষি,লাথি খেতে হয়।

পরবর্তী সময়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে মা ছেলে উপরে বাড়ির পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নেয় সারারাত। পরবর্তীতে রবিবার সকালে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। বর্তমানে মা ছেলে উভয়ের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

দেরাদুন, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার ১৮, অক্টোবর উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী পুলিশ, প্রশাসন, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর দফতর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য সচিবের কাছ থেকে রাজ্যের যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। চার ধামের যাত্রা পথে নজর রাখার জন্যও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" আবহাওয়া দফতরের তরফে ১৮ অক্টোবর উত্তরাখণ্ডে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে পাশাপাশি ১৭ ও ১৯ অক্টোবরের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য গুলিকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কারণে, ১৮ অক্টোবর উত্তরকাশী জেলায় সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক ময়ূর দীক্ষিত।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব রাজ্যব্যাপী নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব রাজ্যব্যাপী নানা অনুষ্ঠান। স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে ' আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এবং আইনসেবা সপ্তাহ উদযাপন'- উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী নানা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত ২-রা অক্টোবর থেকে ১৪-ই নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী ব্যাপক আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রভাতফেরী, সাফাই অভিযান, র্যা লি, আইনি সচেতনতা সভা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধারণ নাগরিকরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করছেন। উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে প্রথম সপ্তাহে আট জেলায় ৯৯৬৬ জনের সঙ্গে জনসংযোগ করা হয়েছে। এই সময়ে ২২ টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এগুলিতে ২৭২৬ জন উপস্থিত থেকেছেন। গত ২-রা অক্টোবর পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আগরতলায় সাফাই অভিযান এবং বাইসাইকেল র্যা লি করা হয়েছে। একইদিনে কৈলাসহরে উনকোটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র্যা লি করা হয়। ৩-রা অক্টোবর কৈলাসহরে গ্রামবাসীদের নিয়ে আইনি সচেতনতা সভা করা হয়। এদিনই খোয়াই এর রামচন্দ্রঘাট এডিসি ভিলেজের বাসিন্দাদের আইনি সচেতন করা হয়। জম্পুইজলার দয়ারামপাড়ায় জনজাতি অংশের নাগরিকদের আইনি অধিকার নিয়ে সচেতন করেন প্যানেল আইনজীবীরা। চড়িলামের উত্তর ব্রজপুরে গ্রামের মহিলাদের আইনি অধিকার নিয়ে সচেতন করে বিশালগড় আইনসেবা কমিটি। গত ৪-রা থেকে ৯-ই অক্টোবর পর্যন্ত আইনজীবী এবং প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারদের টিম রাজ্যের বহু গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন। সেখানে সাধারণ নাগরিকদের আইনত সচেতন করেছেন। মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, আন্তর্জাতিক কন্যা সন্তান দিবস, শিশু দিবস , আইন সেবা দিবস , বিশ্ব ছাত্র দিবস বিশেষভাবে উদযাপন করা হবে এবং ১৪-ই নভেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে। আগামী ১৪-ই নভেম্বর রাজ্য, জেলা এবং মহকুমা স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৫ দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে।

সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। রবিবার সাবরুমে কর্মরত ত্রিপুরা অবজারভার পত্রিকার সাংবাদিক মনিলাল চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যু হয়েছে।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৩৪ বছর।মৃত্যুকালে রেখে যান এক কন্যা ও স্ত্রী সহ অগণিত আত্মীয়-স্বজন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা সাব্রুম শহর জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সাব্রুম বিভাগীয় কমিটি এবং রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়েছে। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

অতিক্রান্ত হলেও বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযুক্তদের এখনো আটক করেনি। দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা আক্রান্ত শঙ্কর বিশ্বাস এর মেয়ে থানার দ্বারস্থ হলেও বিশালগড় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ বাবুরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। রবিবার শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতিনিধির দারস্থ হয়ে বিশালগড় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ বাবুদের বিরুদ্ধে একপ্রকার ক্ষোভ উগ্রে দিলেন আক্রান্ত শঙ্কর বিশ্বাসের মেয়ে। অভিযোগ ঘটনার ৩ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অন্যদিকে আক্রান্ত শঙ্কর বিশ্বাস এর মেয়ে আরো জানায় যে তার বাবা শঙ্কর বিশ্বাস বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

অন্যদিকে উনার মেয়ে আরো জানায় যে এই ব্যাপারে টি এস আর এর প্রথম ব্যাটিলিয়নের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো সাহায্য পায়নি তারা। যার ফলে একপ্রকার হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে অসহায় শঙ্কর বিশ্বাসের পরিবার। আক্রান্ত শঙ্কর বিশ্বাসের পরিবারের দাবী দোষীদের যেনো আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়। তবে খবর লেখা পর্যন্ত উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি বিশালগড় থানার পুলিশ।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় আন্দোলনকারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাশাপাশি আগামী দিনে ভোট বয়কট করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর জরাজীর্ণ রাস্তাটির দিকে কতটুকু নজর দেয়।

বিষপানে

● **প্রথম পাতার পর**

বিরুদ্ধে। রাতে মদ মত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে স্ত্রীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ অভিজিৎ এর বিরুদ্ধে। এমনকি রুপনকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। রুপনের বোনের অভিযোগ এই ঘটনার জেরে রুপন বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে বাঁচানোর পরিবর্তে স্বামী অভিজিৎ বিশ্বাস তাকে পুনরায় মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরে সকাল আটটা নাগাদ রুপনের বাড়ির লোকেরা গিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে অভিযুক্ত স্বামী অভিজিতের মা বলেন ঘটনার দিন ভোর রাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের আচমকা ঝগড়া করতে শুনতে পান। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন দুজনের ঝগড়া করছেন। হঠাৎ পুত্রবধূ রোপন বাড়ির পাশে জঙ্গলে চলে যায় বলে জানান তিনি। সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি নিজেই বাড়ি ফিরে আসেন। তখন জানান তিনি বিষ পান করেছেন। গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্ত স্বামী অভিজিৎ বিশ্বাস সহ পরিবারের আরও তিনজনের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানান মৃতার পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি স্থানীয় জনগণের।

পুলিশও

● **প্রথম পাতার পর**

সতের দিন অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ স্ত্রীর কোন ধরনের সন্ধান পাননি স্বামী।

এদিকে গৃহস্থ বিভাস দে ওরফে মনু জানান, তার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন।কারণে অকারণে টাকা চেয়ে সংসারে যন্ত্রণা চালাত তিন ছেলে। বর্তমানে যদিও ছোট ছেলে কর্মসূচি ব্যাঙ্গালোর ও বড় ছেলে বিয়ে করে অন্যত্র থাকে। কিন্তু মেজো ছেলে বাড়িতে থেকে উৎপাত করতো।গতকাল সম্প্রতি গ্রামের কিছু ছেলেকে নিয়ে এমনকি ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর চালায় মেজো ছেলে বলে জানান গৃহস্থ বিভাস দে। তিনি আরো জানান,গতো অক্টোবর বিকেল থেকে আর স্ত্রীর সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ হয়নি। গৃহস্থ বিভাস দের অভিযোগ, স্ত্রী রিতা দে কে প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের জনৈক এক ব্যক্তি ধর্মনগর শহরের একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজে লাগিয়েছে তাই স্ত্রীর সন্ধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন স্বামী।

রক্ষা

● **প্রথম পাতার পর**

তবে আরো বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেত। এই পথ দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে। রবিবার সকাল ছয় টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবীপুরবাজার ডন বস্কো কালী মন্দিরের সামনে জাতীয় সড়কের মধ্যে একটি ব্রিজের মধ্যে একটি টিআর০১ডব্লিউ ১৮৯১ নম্বর গাড়ি প্রচণ্ডভাবে গিয়ে ধাক্কা মারে। যার ফলে মারাত্মকভাবে আহত হয় বিকাশ দাস। বাবার নাম সমীর দাস। বাড়ি ভট্ট পুকুর এডি নগর। আরেকজন হল মহাদেব রায় । বাড়ি আমতলী মার্কেট আমতলী। নাম অসীম আমতলী। আরেকজন রিপন বর্মন ভট্ট ,পুকুর এডি নগর। আহত তিনজনকে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়ি এসে প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা বেগতিক দেখে তাদেরকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন।

ক্রীড়া

ফির্মিনোর হ্যাটট্রিক, দুরন্ত সালাহ, ওয়াটফোর্ডকে হারাল লিভারপুল

লিভারপুল, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে এক বড় জয়ের মধ্যে দিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করলেন মহম্মদ সালাহরা। অ্যাওয়ে ম্যাচেই ৫-০ -এ বড় জয় পেল লিভারপুল। শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে রেডসদের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন দলের ব্রাজিল তারকা রবার্তো ফির্মিনো। দলের হয়ে বাকি দু'টি গোল করেছেন মহম্মদ সালাহ এবং সাদিও মানে। উল্লেখ্য, এ দিনের ম্যাচে তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ফর্মে ছিলেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুলের আক্রমণ ভাগের তিন তারকার কম্বিনেশন ফুটবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বিপক্ষের ডিফেন্স। ফলস্বরূপ ওয়াটফোর্ডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল ইংলিশ জায়ান্টরা। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই মাঠেই ৩-০ গোলে লিভারপুলকে হারিয়েছিল ওয়াটফোর্ড।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে লিভারপুল। ম্যাচে ৭৭ শতাংশ সময় বলের দখল রেখেছিল তারা। ওয়াটফোর্ডের গোল লক্ষ্য করে ১৯টি শট নেয় লিভারপুলের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধে ২-০ অবস্থাতে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রেডসরা। দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুলের আক্রমণের ধার আরও বাড়ে। ৫২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ফির্মিনো। অতিরিক্ত সময়ে নিকো উইলিয়ামসের পাস থেকে হ্যাটট্রিক করে ওয়াটফোর্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ফির্মিনো। এই জয়ের ফলে ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল আপাতত লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

ব্রেন্টফোর্ডের দুরন্ত লড়াই সত্ত্বেও গোলকিপার মেন্ডির সুবাদে জয় চেলসির

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : এবারে প্রথম প্রিমিয়র লিগে খেলার সুযোগ পেয়েই এখনও অবধি নিজেদের পারফরম্যান্সে সকলকেই প্রভাবিত করেছে ব্রেন্টফোর্ড। আর্সেনালকে হারানোর পাশপাশি লিভারপুলের বিরুদ্ধে ড্রও করেছে তারা। শনিবার রাতে ওয়েস্ট লন্ডন ডার্বিতে চেলসির বিরুদ্ধে ফের একবার ব্রেন্টফোর্ডের লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ফুটবলবিশ্ব।ম্যাচের প্রথমার্ধ চেলসিই নিজেদের দাপট বজায় রেখেছিল। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সেজার অ্যাজপেলিকুয়েটার ক্রস ঠিকভাবে ক্লিয়ার করতে না পারায়, তা পৌঁছে যায় বেন

চিলওয়েলের কাছে। নাগাড়ে দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করতে কোন ভুল করেননি চেলসি ফুলব্যাক। ব্রেন্টফোর্ডের ২২ মিনিটে ব্রায়ান এমবুমোর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে প্রথমার্ধে নিজেদের খেলা দেখাতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন ইভান টনিরা। একের পর এক শটে ঝাঁঝরা করে দেয় চেলসির ডিফেন্স। টনির শট গোলকিপার এডুয়ার্ড মেন্ডি সেভ করার পর এমবুমো পুনরায় ফিরতি বল পোস্টে মারেন।

সেটপিস, লং থ্রোয়ে থিয়াগো সিলভা, অ্যান্টোনিও রুডিগারদের অনুপস্থিতিতে চেলসি রক্ষণকে রীতিমতো নাজেহাল দেখাচ্ছিল। তবে দিনের শেষে জয় ও পরাজয়ের মাঝে ব্লুজদের হয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান মেন্ডি। ম্যাচের সময় যত গড়াতে থাকে, ব্রেন্টফোর্ডের হুহু করে ধেয়ে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে মেন্ডির দুর্দান্ত সেভের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ম্যাচের ৯০ মিনিটের মাথায় মেন্ডি নিজের ষষ্ঠ সেভটি করেন। অবশেষে তাঁর সুবাদেই কোনক্রমে ১-০ ব্যবধানে জিতে ব্রেন্টফোর্ড কমিউনিটি স্টেডিয়াম থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরে চেলসি।

এখনো বিদায় বলেননি ধোনি

চেন্নাই সুপার কিংসকে এই নামেই ডাকা হয় আইপিএলে। একগাদা বয়স্ক খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করে দল সাজানোয় চেন্নাইয়ের এই ডাকনাম গত আইপিএলে একেবারে যথার্থ মনে হয়েছিল। করোনাভাইরাসের আবির্ভাবের পরের প্রথম আইপিএলে সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল চেন্নাইয়ের।

ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকেরা তবু হাল ছাড়েননি, ভরসা রেখেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির ওপর। ৪০ বছর বয়সী ধোনি এবারও ফাফ ডু প্লেসি, ডোয়াইন ব্রাভো, রবীন্দ্র জাদেজাদের ওপর ভর করে আইপিএলের শিরোপা জিতে নিয়েছেন। বিদায় নেওয়ার জন্য এমন দুর্দান্ত উপলক্ষ তো আর হয় না। তাই গতকাল হার্শা ভোগলে যখন বলছিলেন, দারুণ এক লিগ্যাসি রেখে যাচ্ছেন তিনি, ধোনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, এখনো যাননি তিনি।

কিছুদিন আগেই ধোনি জানিয়েছিলেন, আগামী মৌসুমেও চেন্নাইয়ের সঙ্গে থাকবেন। তবে সেটা খেলোয়াড় হিসেবে কি না, এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না। আগামী মৌসুমেই আইপিএলের বড় নিলাম হবে। সব দলকেই নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে। তাই গতকাল যখন চেন্নাই শিরোপা জিতে নিল, তখন অনেকেই হয়তো ধরে নিয়েছেন, ধোনি বিদায় নিচ্ছেন এবার।

বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার ভোগলেকে তাই দোষ দেওয়া যায় না। গতকাল ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দীর্ঘ আলাপের পর ভোগলে শেষ করেছিলেন এভাবে, 'আপনি যে লিগ্যাসি রেখে যাচ্ছেন, তাতে গর্ব করতে পারেন।' হাসতে হাসতে ধোনি বলে দিলেন, 'এখনো যাইনি কিন্তু...'

তবে এর আগেই চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ধোনি। আগামী মৌসুমে চেন্নাইয়ে খেলবেন কি না, এমন প্রশ্নে বলেছেন, 'এটা আসলে ক্রিকেট বোর্ডের ওপর নির্ভর করছে। নতুন দুটি দলও আসছে। আমি চেন্নাইয়ের হয়ে খেলব কি না, সেটা মূল ব্যাপার নয়; বরং চেন্নাইয়ের জন্য কোনটা ভালো, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। একটা গ্রুপ দরকার, যারা আগামী ১০ বছর দলকে টানতে পারবে। আমরা দেখব, কোনটা ভালো হয়।'

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

মলদ্বীপ, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ৩-০ গোলে নেপালকে হারাল ইগর স্টিম্যাচের দল। ভারতের হয়ে গোলদাতা সুনীল ছেত্রী, সুরেশ এবং সাহাল আবদুল।

কোনও সন্দেহ নেই, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ মানেই ভারতের আধিপত্য। যেখানে ভারত বরাবর 'দাদাগিরি' দেখিয়ে এসেছে। নাহলে ১৩ বার সাফ ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে। তারমধ্যে ১২ বার ফাইনালে খেলল ভারত। একমাত্র ২০০৩ সালে ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। হয়েছিল তৃতীয়। আর এদিনের জয়ের পর অষ্টম সাফ কাপটিও ঢুকে গেল ভারতের

ট্রফি ক্যাবিনেটে। ২০১৯ থেকে ভারতীয় দলের দায়িত্বে আছেন ইগর স্টিমাচ।যদিও এবারে সাফ কাপের শুরুটা মোটেই ভাল হয়নি ভারতের। প্রথম ম্যাচে দশ জনের বাংলাদেশের কাছে আটকে গিয়েছিল ভারত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও পয়েন্ট নষ্ট করেন সুনীলরা। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে টিকে থাকতে হলে নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচটা জিততেই হতো ভারতকে। ওই ম্যাচে সুনীলের একমাত্র গোলে জয় পায় টিম ইন্ডিয়া। এরপর মলদ্বীপের বিরুদ্ধে 'ডু অর ডাই' ম্যাচে ৩-১ ব্যবধানে জয়ই যেন ভারতকে পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। আর প্রমাণ পাওয়া গেল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও।

কোহলীদের হুঁশিয়ারি পাক অধিনায়ক বাবরের

তর সইছে না। ২৪ অক্টোবরের অপেক্ষায় দিন গুনছেন বাবর আজম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওই দিন ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান। দুই দলেরই বিশ্বকাপে সেটিই প্রথম ম্যাচ। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর ভারতকে হারানোর স্বপ্ন দেখছেন। বিরাট কোহলীদের সাবধান করে দিয়ে তাঁর বক্তব্য, ওই ম্যাচে তাঁরাই জিতবেন। যেহেতু সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এ বারের বিশ্বকাপ হচ্ছে, তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে নিজেদের এগিয়ে রাখলেন বাবর।তিনি বলেন, "গত তিন-চার বছর ধরে আমরা আমিরশাহিতে খেলে আসছি। ওখানকার পরিবেশ আমাদের থেকে ভাল কেউ জানে না। উইকেট কী রকম হবে, সেটা আমাদের ব্যাটাররা খুব ভাল করে জানে। ফলে মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, এখনই বলে দিতে পারি, আমরাই জিতব।"একদিনের ক্রিকেটই হোক, বা টি-টোয়েন্টি, বিশ্বকাপে এখনও ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। কিন্তু ও সব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না তিনি। তাঁর মতে, ওটা অতীত। বলেন, "প্রত্যেক ম্যাচের চাপ কতটা, আমরা জানি। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচটা। আশা করব ওই ম্যাচ আমরাই জিতব। আর ভারতকে হারিয়ে যদি শুরু করতে পারি, তা হলে আমরা যে ছন্দ পেয়ে যাব, তারপর আমাদের হারানো কঠিন হবে। যেকোনও প্রতিযোগিতা শুরুর আগে দলের আত্মবিশ্বাস কতটা, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

গোল পেলেন না রোনাল্ডো, হারতে হল ম্যান ইউনাইটেডকে

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : শনিবাসরীয় রাতে প্রথম একাদশে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রত্যাবর্তনেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে লেস্টারের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে হার স্বীকার করতে হল।

লেস্টারের ঘরের মাঠে এদিন প্রথম একাদশেই নামানো হয়েছিল রোনাল্ডোকে। কিন্তু প্রথম একাদশে ফিরলেও গোলের দেখা পাননি সিআরসেভেন। এক টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে লেস্টারের কাছে ৪-২ গোলে হার স্বীকার করল ইউনাইটেড। এই হারের ফলে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড থেমে গেল ম্যান ইউনাইটেডের। এ দিন ম্যাচের শুরুতেই ১৯ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের পাস থেকে দুর্দান্ত এক গোল করে রেড ডেভিলসদের এগিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাসন গ্রিনউড। কিন্তু ম্যাচে সমতা ফেরাতে বেশি সময় খরচ করেনি লেস্টার। তাদের হয়ে ৩১ মিনিটেই সমতা ফেরান ইউরি তিয়েলেমান্স। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে ওঠে। এ দিন গ্রিনউড যতটা সক্রিয় ছিলেন, ঠিক ততটাই রোনাল্ডো এবং জেডন স্যাঞ্চো ছিলেন ফ্যাকাসে। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৮ মিনিটে লেস্টার এগিয়ে যায়। কর্নার থেকে পাওয়া বল পেয়ে ডিফেন্ডার ক্যাগলার সয়েঞ্চু কোনও ভুল করেননি গোল করতে। মার্কাস রাশফোর্ড ৮২ মিনিটে ম্যান ইউনাইটেডের হয়ে সমতা ফেরান। ইউনাইটেডের গোলের আনন্দের রেশ কাটার আগেই পেরেজের পাশ থেকে বল পেয়ে যান ভার্ডি। দুর্দান্ত ভলিতে ভার্ডি গোল করে লেস্টারকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে ইউনাইটেডের ম্যাচে ফেরার সব আশাতে জল ঢেলে দেন প্যাটসন ডাকা। তিয়েলেমান্সের ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন জাম্বিয়ান এই ফরোয়ার্ড। উল্লেখ্য, প্রিমিয়র লিগ ইতিহাসে এই প্রথম কোনও জাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড গোল করলেন। ফলে টানটান উত্তেজনার ম্যাচ ৪-২ ফলে জিতে নেয় লেস্টার।

৬ দিনে তৈরি বিশ্বকাপের ভেন্যু

১০ বছর আগেও ওমানে কোনো সবুজ ঘাসের ক্রিকেট মাঠ ছিল না। কিন্তু এখন আছে দুটি। দুটিই আল হাজার পর্বতমালাবেষ্টিত আল আমেরাত ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

মূল মাঠের পাশে আরেকটি মাঠ, যার নাম ওমান ক্রিকেট একাডেমি মাঠ। অথচ এক সপ্তাহ আগেও কোনটি একাডেমি মাঠ আর কোনটি মূল মাঠ, সেটি আলাদা করা যেত না! আজ এ মাঠই নাম লেখাবে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকায়।

গত এক সপ্তাহে মাঠের চারপাশে ছোট ছোট অস্থায়ী গ্যালারি বসানো হয়েছে। কিছুদিন আগে মাসকাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় 'শাহিন' আল আমেরাত অঞ্চল স্পর্শ করলে এ গ্যালারির অস্তিত্বও হয়তো এখন খুঁজে পাওয়া যেত না। বিশ্বকাপে আইসিসির মিডিয়া কর্মকর্তা ম্যারি গুডবিয়ার কাছে ওমান ক্রিকেটের এত অল্প সময়ে বিশ্বকাপের ভেন্যু তৈরি করে ফেলাটা বেশ বিস্ময়করই।

এটা কীভাবে সম্ভবপ্রশ্নটা যেন নিজেকেই করছিলেন গুডবিয়ার। স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'আমি এখানে এসেছি ছয়-সাত দিন হলো। কিন্তু কীভাবে যেন এই অল্প সময়েই ওরা এসব করে ফেলল! আমি সত্যি বলছি, আমার একদমই বিশ্বাস হচ্ছে না।

অথচ এসব আমি এখানে আসার পরই করা হয়েছে। আমি যখন এসেছিলাম, তখন এখানে কিছু ছিল না বললেই চলে।'

ওমান ক্রিকেটের প্রধান কার্যালয় ধরা হয় এই আল আমেরাত ক্রিকেট স্টেডিয়ামকেই। মাঠের এক পাশে ওমান ক্রিকেট একাডেমি ভবনকে ছোটখাটো জাদুঘরের মতো করে সাজানো হয়েছে। ওমান ক্রিকেটের ইতিহাস ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানে।দুটি কক্ষ পার হয়ে এলেই একাডেমির ইনডোর চোখে পড়বে। আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড় হওয়ায় ইনডোরে জায়গার অভাব নেই। আইসিসি কাল সে সুযোগটাই নিয়ে সেখানে আয়োজন করে ফেলেছে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলন।ইনডোরের দুই পাশে যেটুকু জায়গা আছে, সেখানে করা হয়েছে ড্রেসিংরুম। এর উল্টো পাশেই প্রেসবক্স। কালও ভাঙাগড়ার কাজ চলছিল সেখানে। অথচ এই মাঠেই আজ থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মহাযজ্ঞ।

বিশ্বকাপে ধোনিকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত কোহলি

আইপিএল দিয়ে ক্রিকেট---বিশ্বকে অনেকটাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে ভারত। আর আইপিএলের সুবাদেই দুর্দান্ত এক প্রজন্ম পেয়ে গেছে তারা। বিশ্বের সেরা তারকাদের সঙ্গে একসঙ্গে ড্রেসিংরুমে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন ভারতের উঠতি ক্রিকেটাররা। নিয়মিত চাপের মুখে খেলে এবং এমন তারকাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার অভ্যাস তাঁদের ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে শেখাচ্ছে।

আইপিএলের সুবাদে পাওয়া এই সুবিধা বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে অবশ্য কাজে লাগছে না ভারতের। টি-টোয়েন্টিতে দেশটির একমাত্র সাফল্য ২০০৭ সালে। কিন্তু সেটা আইপিএল চালু হওয়ার আগের ঘটনা। এবার সে দুঃখ ঘোচাতে চাইছে ভারত। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আয়োজনের সুবিধাটা পাচ্ছে না দলটি। কিন্তু সে ঘাটতি পূরণ করতে অন্য এক উপায় খুঁজে নিয়েছে ভারত। বিশ্বকাপ দলের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। ২০২০ সালে অবসর নেওয়া ধোনিকে পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই শেষ টুর্নামেন্ট কোহলির। বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। নিজের শেষ পরীক্ষায় অন্তত অধিনায়কত্বের ভারটা একটু কম অনুভব করবেন কোহলি। দলে বিশ্বকাপজয়ী এক অধিনায়কের উপস্থিতি অনেকটাই নির্ভার করে তুলবে পুরো দলকেই।

বিশ্বকাপের আগে ১৬ দলের অধিনায়কের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথোপকথনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আইসিসি। আজ সেখানেই কোহলি বলেন, ধোনিকে পেয়ে কতটা খুশি তিনি, 'যেকোনো দলেই নেতৃত্বের ভূমিকায় তিনি পার্থক্য গড়ে দেন। দলের আবহে তাঁকে পেয়ে খুবই খুশি। নিশ্চিতভাবেই দলের মনোবল আরও বাড়িয়ে দেবেন।' ধোনিকে পেয়ে কীভাবে দল উপকৃত হবে, সেটাও বলেছেন কোহলি, 'ম্যাচ কোথায় যাচ্ছে তার জটিল বিশ্লেষণ এবং কোথায় আমাদের উন্নতি করা সম্ভব এমন প্রায়োগিক পরামর্শ, সেটা অন্য কেউ পারেন না। আমাদের সবার জন্য সব সময়ই পরামর্শক হিসেবে ছিলেন। আমরা যখন ক্যারিয়ার শুরু করেছি, তখন তিনি খেলতেন। এখন তাঁর সামনে আবার সে সুযোগ আসছে। বিশেষ করে তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য, যারা ক্যারিয়ার মাত্র শুরু করেছে।'

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় সিপিএম রাজ্য কার্য্যালয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কেরলের বন্যায় মৃত ১৮, নিখোঁজ বহু, খারাপ আবহাওয়ার জেরে ব্যাহত উদ্ধারকাজ

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরল। দক্ষিণী রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোট্টায়াম এবং ইডুক্কি জেলায় ভূমিধসের খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার থেকেই কেরলের বন্যার চালচিত্র ফুটে উঠেছিল। পাঁচটি জেলায় জারি হয়েছিল লাল সতর্কতা এবং সাতটি জেলায় কমলা সতর্কতা। তা সত্ত্বেও প্রাণহানি হল। এখনও পর্যন্ত ভারী বর্ষণে সৃষ্টি হওয়া বন্যার কবলে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের, নিখোঁজ বহু বেশি। আরব সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে আজ রবিবারও বৃষ্টির আশঙ্কা আছে বলে জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর।

তবে সবথেকে খারাপ অবস্থা কোট্টায়াম জেলার কুট্টিকাল এবং ইডুক্কি জেলার পেরুবনন্তমের। পাহাড়ি এই এলাকা দুটোতে নদীর জল উপচে বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বহু মানুষ ঘরছাড়া। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, বায়ুসেনা এবং নৌবাহিনী। কাজে নামার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এম-১৭ এবং সারাং হেলিকপ্টার, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেগুলো ওড়ানো যাচ্ছে না। আপাতত তিরুবনন্তপুরমে অপেক্ষা করছে সেগুলো।

কুট্টিকাল গ্রামের একটি সেতু ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হয়েছে উদ্ধারকাজ। সেনার কোনও গাড়ি এগোতে পারছে না। আপাতত পায়ে হেঁটেই যতটা সম্ভব করার চেষ্টা চলছে। তবে ইন্ডিয়ান মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে কিছুটা স্বস্তি পাবে কেরলবাসী। কাল থেকে বৃষ্টি কমে যাবে অনেকটাই। ফলে উদ্ধারকাজ চলবে দ্বিগুণ গতিতে।

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ১৪,১৪৬ জন, মৃত্যু হয়েছে ১৪৪ জনের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : উৎসবের মরশুমেও দেশজুড়ে চলেছে করোনার টিকাকরণ অভিযান। রোগী চিহ্নিত করতে নিয়মিত হয়েছে টেস্টিংও। আর সেই কারণে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে মারণ করোনা ভাইরাসকে। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যানও বলে দিচ্ছে, বিধিনিষেধ জারি থাকার সুফল মিলেছে। কারণ গোটা দেশে বর্তমানে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষেরও কম।

শনিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ১৪৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের থেকে কম। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭১৯। ২৪ ঘণ্টায় ফের কমল মৃতের সংখ্যাও। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৪ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১২৪ জন।

সংক্রমণ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি স্বস্তি দিচ্ছে করোনার নিম্নমুখী অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৪৬ জন। যা গতকালের থেকে বেশ খানিকটা কম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৪৯ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৭৮৮ জন।

সাংসদ পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন বাবুল সুপ্রিয়

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : অবশেষে আগামী মঙ্গলবার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন বাবুল সুপ্রিয়। লোকসভা সচিবালয় সূত্রে খবর, বাবুলকে সকাল ১১টায় সময় দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। এর আগে একাধিক বার চিঠি লিখে স্পিকারের সময় চেয়েছিলেন বাবুল। কিন্তু তখন তাঁকে স্পিকার সময় দেননি। রবিবার লোকসভা সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালে বাবুলকে সময় দেওয়া হয়েছে।

সেই মতো বাবুল মঙ্গলবার দিল্লি গিয়ে সাংসদ পদে ইস্তফা দেবেন।

বিশ্বনাথের ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপিয়ে আত্মঘাতী যুবতী-গৃহবধূ, উদ্ধার মৃতদেহ

বিশ্বনাথ (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্বনাথের ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছেন স্বল্পবয়সি এক বিবাহিতা মহিলা। ইতিমধ্যে স্থানীয়রা অভিযান চালিয়ে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। আত্মঘাতী মহিলাকে বিশ্বনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড় নিত্যানন্দ গগৈয়ের কনিষ্ঠ কন্যা তথা সতিয়া গেরেকি এলাকার বাসিন্দা নীলম গগৈ বরুয়ার শিক্ষিকা-পত্নী প্রিয়াঙ্কা গগৈ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, আজ রবিবার দুপুরের দিকে বিশ্বনাথ ঘাট সংলগ্ন শ্মশানের কাছে এএস ১২ কে ৯৯৩৯ নম্বরের স্কুটারে চড়ে আসেন শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা গগৈ। শ্মশানের কাছে স্কুটার এবং পায়ের দামি স্যান্ডেল রেখে আচমকা ব্রহ্মপুত্রের বুকে ঝাঁপ দেন তিনি। ঘটনাটি এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছে যে স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই বুঝতে পারেননি। তবে সম্বিৎ ফিরে আসতে সময় লাগেনি প্রত্যক্ষদর্শীদের। নদে তখন কয়েকজন জেলে নৌকায় করে মাছ শিকার করছিলেন। তাঁরা স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় তৎপরতার সঙ্গে জলে প্রিয়াঙ্কাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রায় এক ঘণ্টার অভিযানে তাঁরা উদ্ধার করেন প্রিয়াঙ্কা গগৈয়ের নিথর দেহ। এ ঘটনায় গোটা এলাকা এবং তাঁদের পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে পুলিশ প্রিয়াঙ্কার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর সন্ধ্যার দিকে মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। তবে কী কারণে প্রিয়াঙ্কা গগৈ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কুলগ্রামে ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি জঙ্গিদের, মৃত ২

জম্মু, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামের ওয়ানপোহ এলাকায় আচমকাই ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। তাতেই দু'জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও একজন শ্রমিক। এরপরই পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং সেনা জওয়ানরা। গোটা এলাকাটি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি।

সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত জম্মু-কাশ্মীর। রবিবারও সেখানে ধরা পড়ল সেই একই ছবি। এদিন কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে টুইটে জানানো হয়, এদিন সন্ধ্যায় কুলগামের ওয়ানপোহ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আচমকাই ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। তাতেই দু'জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও একজন। এরপরই পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং সেনা জওয়ানরা। গোটা এলাকাটি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি। এর আগে গত শনিবার জোড়া দুঃসংবাদ মিলেছিল ভূস্বর্গ থেকে। শ্রীনগরে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক সাধারণ নাগরিক। পুলওয়ামাতেও জঙ্গিহানায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক ভিনরাজ্যের শ্রমিক। এদিকে দু'দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর পুঞ্চ সেক্টর থেকে দুই সেনার দেহ উদ্ধার হয়।

বাংলাদেশ-কান্ডের নেপথ্যে 'বিদেশি শক্তির' ইঙ্গিত দিলেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশ-কান্ডের নেপথ্যে 'বিদেশি শক্তির' ইঙ্গিত দিলেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মূল কথা এটাই। সব থেকে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, সংবাদমাধ্যমের কাছে দু হাত জোড় করে হাসিনা সরকার এখন সেই দুষ্ট চক্রের ব্যাপারে তথ্য চাইছে।

বাংলাদেশে পুজো মণ্ডপে নির্বিবাদে হামলা, মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় 'চক্রান্তের' গন্ধ পাচ্ছে হাসিনা সরকার। এমনকী তারা বিদেশি শক্তির হাত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না, যার মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিকমহলে সে দেশের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করা। আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "আমরা সুনিশ্চিত এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করার একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশের মানুষ ধর্মভীরু কিন্তু ধর্মান্ধ নয়।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, 'আমরা অনেক কিছু দেখেছি। অনেক কিছু অনুমান করছি। সরকার প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা প্রমাণ পেলেই সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরব।'

এই ঘটনায় বিদেশি শক্তির হাত আছে কি না, জানতে চাওয়া হলে জবাবে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের লোকেরই তো অভাব নেই। তবে দেশের বাইরে কেউ কলকাঠি নাড়ছে কিনা সেগুলোও আমাদের তদন্তে করে দেখতে হবে। তদন্তেই সব প্রমাণিত হবে।"উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাতর অনুরোধ, "আপনাদের কাছে কোন তথ্য থাকলে আমাদের জানাবেন"।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পুজো মণ্ডপে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ফেনি শহরে জেলা উদযাপন পরিষদ এক মানবন্ধনের আয়োজন করে। সেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা হামলা চালালে এলাকা তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়।

লক্ষ্য উন্নত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ইজরায়েল সফরে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার তিন দিনের ইজরায়েল সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ইজরায়েল সফরের যাত্রাপথে একদিন তিনি দুবাইতে থাকবেন। সেখানে আরব আমিরশাহির প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর। তারপর সেখান থেকেই ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেম উদ্দেশে রওনা দেবেন জয়শঙ্কর।

ইজরায়েল নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট ও সেদেশের বিদেশমন্ত্রী ইয়ায়ির ল্যাপিডের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইজরায়েলের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সময়ে ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্ককেই আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে নয়া দিল্লি।

বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ২০১৯ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি জয়শঙ্করের প্রথম ইজরায়েল সফর। উল্লখ্যে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার নেতানিয়াহু শাসনের সময় থেকেই ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি ও সামরিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, ইসরায়েলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি সম্প্রদায়, ইন্ডোলজিস্ট, ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ছাত্র এবং হাই-টেক শিল্পের প্রতিনিধি সহ ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় যেসব ভারতীয় সৈন্যরা এই অঞ্চলে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন তাদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি।

ভোপালে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বেপরোয়া গাড়ি, জখম তিন

ভোপাল, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গাড়ি। গাড়ির ধাক্কায় আহত তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে। গাড়ির চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে ভোপালের চাঁদবাড়গ দুর্গা উৎসব কমিটির বিসর্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। শোভাযাত্রা ভোপাল রেল স্টেশনের কাছে স্টেশন বাজার এলাকায় পৌঁছতেই ঘটে দুর্ঘটনা। নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একটি গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পিছিয়ে আসছে। সেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ছেন অনেকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, হুড়োহুড়িতে বছর ১৬-এর রোশন মহাওয়ার পড়ে গিয়েছিলেন গাড়ির তলায়। সেই অবস্থায় প্রবল গতিতে তাঁকে টানতে টানতে বেশ কয়েক মিটার যায় গাড়িটি। গুরুতর আহত অবস্থায় রোশনকে ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া ২৬ বছরের চেতন সাহু এবং ২৫ বছরের সুরেন্দ্র সেন গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন। আহতরা সকলেই ভোপালের চাঁদবাগের বাসিন্দা।

কেরলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাহায্যের আশ্বাস অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : কেরলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার তিনি বলেছেন, কেন্দ্র কেরলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং ইতিমধ্যেই রাজ্যের বৃষ্টি-বিধ্বস্ত অংশে উদ্ধার কাজে সহায়তা করার জন্য এনডিআরএফ দল মোতায়েন করেছে। তিনি ট্যুইট করে বলেন, "ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার প্রেক্ষিতে আমরা কেরলের কিছু অংশের পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছি। অভাবী মানুষকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে। উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করার জন্য ইতিমধ্যেই এনডিআরএফ টিম পাঠানো হয়েছে। সবার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাই।"

রবিবার সকালে বৃষ্টি কমলেও বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। শনিবার সারারাত প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন জায়গা বিপর্যস্ত। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় উচ্চ স্তরে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। এদিকে, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কোট্টায়ম ও ইদুক্কির মত বন্যা বিপর্যস্ত জেলাগুলি থেকে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও বন্যার ত্রাণ শিবির গুলিতে করোনা বিধি-নিষেধ মেনে চলা মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছে এনডিআরএফ। তবে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করায় বায়ু সেনা ও নৌ সেনার সাহায্য চেয়েছে কেরল সরকার। কোট্টায়ম ও ইদুক্কি জেলায় এদের মধ্যে ১১ টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করেছে এনডিআরএফ।

অরুণাচলে অগ্নিকাণ্ড, জীবন্ত মৃত্যু গৃহস্থের, ভস্ম দুটি বসতসগৃহ

লংডিং, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন জনৈক গৃহস্থ। আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুটি বসতগৃহ। ঘটনা অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার ওয়াখা সার্কলের অন্তর্গত খোগলা গ্রামে গতকাল রাত প্রায় একটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। আগুনে সম্পূর্ণ ঝলসে মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করেছেন গৃহস্থ জনৈক খাহনিয়াই গাংসা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত খোগলা গ্রামের মানুষ প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যারাতে খাবার-দাবার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু গত রাতে প্রায় একটা নাগাদ আচমকা খাহনিয়াই গাংসার ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। বাঁশবেতের ঘরকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন গ্রাস করে লাগোয়া গোপাং গাংসার ঘরেও। ঘুমে আচ্ছন্ন, কোনও কিছু বোঝার আগেই আগুনে ঝলসে করুণ মৃত্যুবরণ করেছেন খাহনিয়াই গাংসা।

প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় মোবাইল পরিষেবাও নেই গ্রামে। তাই পুলিশ বা দমকল দফতরে খবর পৌঁছুতে আজ ভোর হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশের দল গিয়ে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী খাহনিয়ার ঝলসে যাওয়া লাশ উদ্ধার করে নিকটবর্তী সরকারি হাসাপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, খাহনিয়ার গাংসা এবং গোপাং গাংসার ঘরের কোনও কিছুই রেখে যায়নি আগুন। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রেশন সামগ্রী, কম্বল, বাসনপত্র এবং নগদ অর্থ বিতরণ করেছেন।

বাংলাদেশ-কান্ড নিয়ে অবশেষে প্রকাশ্য বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গের বাম বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশ-কান্ড পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের নৈঃশব্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে। অবশেষে রবিবার বাম বুদ্ধিজীবী ও নেতারা বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন।

বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "বাংলাদেশের জনসাধারণ ও সরকারের কাছে একটি কাতর আবেদন-- আমরা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা এবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারলেন না, বিভিন্ন পূজামণ্ডপে হামলা ও নানা অবাঞ্ছিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে উৎসবে নানা উপদ্রব ঘটেছে। বাংলাদেশের সরকার ও পুলিশের তৎপরতায় বড় রকমের বিপর্যয় হয়তো এড়ানো গেছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদার অসাম্প্রদায়িকতা আর মুক্তিযুদ্ধের আলোকিত চেতনাযে চেতনাকে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর বলে বিশ্বাস করিসেই চেতনার বিরোধী এই সব অশুভ উদ্যোগ এই উপমহাদেশের সচেতন ও অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী মানুষদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছে।

নীতিগত ভাবে সংখ্যালঘুর ধর্ম, সম্পত্তি, অধিকার, জীবন ইত্যাদি রক্ষার দায় সংখ্যাগুরুর হাতেএ হল এক মানবিক দায়, এবং এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদেরও এই বিশ্বাস। শুধু সরকারের নয়, আপামর মানুষেরও দায়। দুঃখের বিষয় সীমান্তের এই পারে ভারতেও এই দায় রক্ষার বিষয়ে নানা শৈথিল্যের ঘটনা ঘটছে, তার কারণ ভারতের রাষ্ট্রশক্তির দর্শন ও আচরণ তার প্রতিরোধে যথেষ্ট সচেষ্ট নয় বলে আমাদের ধারণা। ওদিকে বাংলাদেশে যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করেছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল, তাদের রাজনৈতিক শাসন বাংলাদেশের জাগ্রত জনমতের বিদ্রোহের ফলে অপসারিত হয়েছে, কিন্তু তাদের সমর্থকদের বিপজ্জনক গোষ্ঠীগুলি নিশ্চিহ্ন হয়নি। আমরা জানি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সে সম্বন্ধে সচেতন। সেই গোষ্ঠীগুলিই, যাদের সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদীদের গভীর সখ্য, কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থানে এই উৎপাতগুলির মূলে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তারা বাংলাদেশের বর্তমান সরকারেরও কখনও প্রকাশ্যে বিরোধী, এবং কখনও বা বন্ধুর ছদ্মবেশে নানা স্থানে সামাজিক অন্তর্ঘাতে লিপ্ত। ভারতেও ধর্মীয় মৌলবাদের নানামুখী হিংস্রতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন, এবং বাংলাদেশের মতো এখানেও সংখ্যাগুরু বুদ্ধিজীবী সহ অন্যান্যদের জাগ্রত জনমত ওই সব অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করে চলেছে। তাই বাংলাদেশের সংবেদনশীল মানুষ ও তার সচেতন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, এই সব দেশবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, জাতির জনকের উদার বিশ্বাস আর বর্তমান সরকারের নীতির বিরোধী, বিদ্বেষমূলক ও প্ররোচনামূলক এই শক্তিগুলিকে সত্বর চিহ্নিত করুন এবং তাদের নিষ্ক্রিয় করুন। যারা এবার দুর্গাপূজার উপদ্রব করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন, যাতে এই অপশক্তিরা বোঝে যে অন্যের ধর্মের ক্ষতি করে নিজের ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, রাষ্ট্রও সে অপরাধ ক্ষমা করে না। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের নিবেদন-- আমরা নিজেদের দুই দেশের মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু মনে করি, তাদের এই ব্যাকুল আবেদন।"

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ১৯২০ ইংরেজি সালের ১৭ ই অক্টোবর রাশিয়ার তাশকন এ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকেই প্রতিবছর এই দিনটি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। আজ রবিবার ১৭ অক্টোবর অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ১০২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় সিপিআইএম আমবাসা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। এদিন দলের জেলা দলীয় অফিসের সম্মুখে প্রথমেই দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদিতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন সিপিআইএম ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তী মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজন পাল সহ দলীয় কর্মীরা। পরবর্তী সময় দলীয় ভবনে এক হল সভার আয়োজন করা হয়। হল সভায় এই দিনটি সম্পর্কে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জেলা সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।